চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 April, 2020 ■ আগরতলা, ২২ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৯ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ পশ্চিম জেলায় ৫৪১ জনের লালারস সংগৃহীত

রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিটে ত্রুটি আইসিএমআর'র নির্দেশে পরীক্ষা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। রাজ্যে কাল থেকে রেপিড অ্যান্টিবডি কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে না। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে সমস্ত জেলায় আপাতত ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশেই আগামী দুইদিন ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এদিকে, করোনা মোকাবিলায় পশ্চিম জেলায় ১৪ এপ্রিল থেকে ৫৪১ জনের লালারস সংগৃহিত হয়েছে। তাদের অধিকাংশের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) আগামী দু'দিন ওই টেস্ট বন্ধ রাখতে বলেছে। রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-সহ তিনটি রাজ্য রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট নিয়ে অভিযোগ তুলেছিল। রাজ্যগুলির দাবি ছিল, ওই টেস্ট কিটগুলির রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত কম। শতাংশের হিসাবে তা মাত্র ৫.৪। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাবপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট আগামী দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে আইসিএমআর। কিটগুলি নিয়ে তদন্তও করবে ওই সংস্থা।

রাজ্যে আগামীকাল থেকে ৮টি জেলায় ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ত্রিপুরায় ৩,৮৪০টি কিট এসেছে। সে-মোতাবেক সমস্ত জেলায় ওই কিট বিলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপ দেববর্মা। তিনি বলেন, কিটগুলি দিয়ে পরীক্ষা বন্ধ রাখার বিষয়ে আইসিএমআর থেকে লিখিত কোনও নির্দেশ আসেনি। কিন্তু, দিল্লি থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আপাতত আগামীকাল ত্রিপুরায় ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্ত জেলায় ইতিমধ্যেই সেই খবর পাঠানো হয়েছে। ফলে, আগামীকাল ত্রিপুরায় ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে না।

এদিকে, করোনা মোকাবিলায় পশ্চিম জেলায় বিভিন্ন জনের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বরের লক্ষণ রয়েছে, এমন কয়েকজনেরও লালারস সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ২০ জনের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। পশ্চিম জেলায় সর্বমোট ৫৪১ জনের লালারস সংগ্রহ হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার পর্যায়ক্রমে নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে স্থির হয়েছে, কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এমন ৭৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বরের লক্ষণ দেখা দিয়েছে যাদের তাদেরকেও বাছাই করে নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হবে। সে-মোতাবেক কাজ শুরু হয়েছেউ গত ১৪ এপ্রিল থেকে ওই সিদ্ধান্ত অনুসারে লালারস সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আজ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকটি বলেন, কমিউনিটি স্তর পর্যন্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। কারণ, করোনা মোকাবিলায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ভাইরাস সচেতনতায় ক্যানভাসে ছবি আঁকলেন চিত্রশিল্পীরা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

সাড়ে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ৮ ও ১৪ বছর বয়সির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ এপ্রিল।। লকডাউন চলাকালীন জঘন্য ঘটনার সাক্ষী হল ত্রিপুরা। তবে, সবচেয়ে চিন্তায় ফেলেছে অপরাধীরা। সাড়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে এক শিশু ও এক কিশোর মিলে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জুভেইনাল হোমে পাঠিয়েছে।

এ-বিষয়ে বাইখোরা থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ১৭ এপ্রিল শান্তিরবাজার মহকুমার লক্ষীছড়া গনিরাম পাড়া এলাকায় সাড়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যা ধর্ষিতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় বাইখোরা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিৰ ৩৭৬ এবং পকসো আইনে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তিনি বলেন, অভিযুক্ত একজনের বয়স ১৪ এবং অপরজনের বয়স ৮। তাদের গ্রেফতারের পর জুভেইনাল জাস্টিস বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ওই আধিকারিকের কথায়, ধর্ষিতা এবং দুই অভিযুক্ত একই গ্রামের বাসিন্দা। তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদয়পুরের পর খোয়াইয়েও গৃহবধূকে নৃশংসহভাবে হত্যা করে পালিয়ে গেল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ এপ্রিল।। লকডাউনেও অপরাধ থামছে না। ত্রিপুরায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পৃথক স্থানে দুই গৃহবধূ নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। গামতি জেলা সদর উদয়পুরের মহারানি এলাকায় দুর্গারানি জমাতিয়া এবং খোয়াই জেলায় চাম্পাহাওর থানার অধীন গোপালনগরে কবিতা দেববর্মা দুজনই স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন। উভয় ঘটনায় স্বামীরা পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মঙ্গলবার ভোররাতে খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানার অধীন গোপালনগরের জমাদার্বারি এলাকায় স্ত্রী কবিতা দেববর্মাকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে পালিয়েছে স্বামী স্বপন দেববর্মা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, এলাকায় স্বপন দেববর্মা কুখ্যাত হিসেবেই পরিচিত। স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় স্বপনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। পুলিশ এখনও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

অন্যদিকে, আরকেপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে স্বামী। ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা পরও স্বামীর কোন হদিশ নেই। প্রসঙ্গত, ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে আরকেপুর থানার অধীন মহারানির কৃষ্ণভক্ত পাড়ায়। স্বামীর নাম পূর্বহরি জমাতিয়া। স্ত্রী দুর্গারানি জমাতিয়া (৪৫)। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বামী আকণ্ঠ মদ্যপান করে থাকে প্রতিদিন। সোমবার রাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বিবাদ হয়। উত্তেজিত হয়ে ধারালো দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় স্বামী। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু, ওই মহিলার স্বামী এখন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনেও করোনা হানা, ১২৫ পরিবার সেলফ আইসোলেশনে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): এবার রাষ্ট্রপতি ভবনেও হানা দিল কোভিড-১৯ মারণ করোনা ভাইরাস। রাষ্ট্রপতি ভবনের একজন সাফাই কর্মীর আত্মীয়ের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ওই মহিলা রাষ্ট্রপতি ভবনের কর্মী নন, তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের একজন সাফাই কর্মীর আত্মীয়।

এরপরই ১২৫টি পরিবারকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেলফ-আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে। দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন মঙ্গলবার জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে করোনা ভাইরাস-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সূত্রের খবর, সাফাই কর্মীর পুত্রবধূর মা গ্রামের বাড়িতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, শেষকৃত্যে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

অন্যদিকে, দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ জন। সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, নতুন করে ৭৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০৮১। ৭৮ জনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাঁদের মধ্যে ২৬ জন আইসিইউতে এবং ৫ জন ভেন্টিলেটরে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৫৯০ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৪৭ জনের, গুজরাটে ৭১ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টি এসে গেছে, শহরে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন আগরতলা পুর কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। বৃষ্টির মরশুম এসে গেছে। গত কয়েকদিনে বৃষ্টিপাতও হয়েছে। তাই, আগরতলায় জল যাতে জমে না যায়, সেই বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার শহর পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি বলেন, শহরে বিভিন্ন ড্রেনে নির্মাণ কাজের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ফলে জল জমে থাকে। সেখানে বাঁধ খুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে নির্মাণ কাজ শুরু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তাতে কভার ড্রেনের অসমাপ্ত কাজ শুরু করা হবে।

আজ পুর কমিশনার আগরতলায় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় এখনও বর্ষা ঢুকেনি, কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ফলে, শহরে জল যাতে জমে না থাকে, সে-বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, ড্রেন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ফলে, সেখানে জল জমে থাকে। কিন্তু, এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই, ওই বাঁধ খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ১/২ দিনের মধ্যে সমস্ত বাঁধ খুলে দেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০ এপ্রিলের পর থেকে নির্মাণ কাজে ছাড় দিয়েছে। তাই, এখন কভার ড্রেনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর কথায়, নির্মাণ শ্রমিকরা এখন কাজ করতে পারবেন। তাই, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীন সমস্ত ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। সে-বিষয়ে আজ খোঁজখবর নিয়েছি, বলেন তিনি।

গোলাঘাটির মারাক পাড়ায় জলের জন্য হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ এপ্রিল।। গোলাঘাটির অন্তর্গত সিপাহীজলাস্থিত ট্রেনিং স্কুল সংলগ্ন মারাক পাড়ায় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ওই এলাকায় মোট ১৫০ পরিবার রয়েছে। কিন্তু, টিলাভূমি হওয়ায় অনেক নীচু থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। পানীয় জলের একমাত্র উৎস হচ্ছে এক হেন্ড পাম্প।

মঙ্গলবার সকালে একমাত্র হেন্ড পাম্পটি বিকল হয়ে যায়। তখন এলাকার মানুষ বিকল কলটি সারাই করার জন্য উদ্যোগ নেয়। কিন্তু, তাও সম্ভব হয়ে উঠেনি। প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য যে জলের প্রয়োজন তা মিলছে না। জল নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকে। বাম জমানায় একটি মোটর বসানো হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞাপনের ফাঁদে প্রতারণা রুখতেই তদন্তে সংবাদপত্র অফিসে পুলিশ যায় ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। রাজ্যের নাগরিকরা যাতে কোনও ভাবে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে প্রতারিত না হন সে বিষয়ে একটি মামলার তদন্তের স্বার্থেই রাজ্যের একটি প্রভাতি দৈনিক প্রত্রিকা অফিসে পুলিশ যায় বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সরাসরি সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করেননি। রবিবার স্যন্দন পত্রিকা অফিসে পুলিশ তদন্ত নিয়ে রাজ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। আজ সে সম্পর্কেই বিজেপি রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। মঙ্গলবার বিজেপি প্রদেশ কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর তথা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি বিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল। তিনি জানান, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া, তাদের নামে একটি ভূয়া বিজ্ঞাপনের অভিযোগ এনে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করেন ওই প্রভাতি দৈনিকের বিরুদ্ধে। সেই মোতাবেক ঘটনার তদন্তে পশ্চিম থানার পুলিশ সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র অফিসে যায়। এই ঘটনাকে সাধারণ বলে উল্লেখ করে যেভাবে প্রচার হচ্ছে তা অনভিপ্রেত বলেও মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি ২০০৯ সংশোধিত হয়েছে। আইন দপ্তরের অনুমোদনের পর পুনরায় অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের পর তা রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। তিনি বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি রাজ্য সরকারের সহানুভূতি ও গণতন্ত্রের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা বুঝাতে গিয়ে তিনি জানান, রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বার্থে প্রেস এক্রিডিটেশন রুলস সংশোধন করেছে। দুই সাংবাদিক বন্ধু খুন হওয়ার নেপথ্যে কি কারণ তা জানতে রাজ্য সরকার সিবিআই তদন্ত দিয়েছে। বড়জলায় এক এককর জমির উপর সাংবাদিকদের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যগুলিকে সফলভাবে লকডাউন পালন করার জন্য চিঠি দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে রাজ্যগুলির সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে লকডাউন সফল করতে দেশের আইন মেনে চলা উচিত রাজ্যগুলির।

এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব পূণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ২০ এপ্রিল থেকে যেসব এলাকায় ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেখানে ভাল ভাবেই কাজ চলছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের কৃষি কাজের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। করোনা নিয়ে সচেতন গ্রামবাসীরা। তারা মাস্ক ও গামছা ব্যবহার করছে। লকডাউনের লক্ষ্য সফল হচ্ছে কিনা, তা দেখতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যগুলিকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র। ২০০৫ এর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের মাধ্যমে দিশা নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে রাজ্যগুলিকে বলেছে কেন্দ্র।

এদিকে, ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। মঙ্গলবার সকাল আটটার মধ্যে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮ হাজার ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৫৯০ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,২৫২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৩৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৭ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,৬০১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৭৫৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৯০। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,২৫২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৫৯০ জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ পেটের তাগিদে রিকশা নিয়ে বের হয়েও রোজগার নেই, দিশেহারা শ্রমিককুল

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হিঃসঃ)।। 'শখে বের হইনি বাবু, পেটের তাগিদে, ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করেই রিকশা নিয়ে বের হয়েছি। কিন্ত, রোজগার হল কোথায়?' মঙ্গলবার আগরতলায় রোজগারের জন্য বের হয়ে অসহায় রিকশা চালকদের মধ্যে শুধুই অন্ধকার। সত্যিই কি করোনা মোকাবিলায় গরিব মানুষগুলি লড়াইয়ে টিঁকে থাকতে পরবে? আজ সেই প্রশ্ন ভারতবর্ষকে নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। লকডাউন চলাকালীন কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, রিকশা শ্রমিকদের রোজগারের ধান্দায় বাড়ি থেকে বের হয়ে শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। কারণ, গণ-পরিবহণে ছাড় দেওয়া হয়নি। অবশ্য করোনা মোকাবিলায় এই কঠোর অবস্থান নেওয়া খুবই জরুরি। কিন্ত রোজগারহীন মানুষ কতদিন এই ধাক্কা সহ্য করতে পারবেন, তা আজ থেকে নতুন করে ভাবতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

আজ আগরতলাকে দেখে মনে হচ্ছিল না লকডাউন জারি রয়েছে নাকি প্রত্যাহৃত হয়েছে। কারণ, সকালের দিকে মানুষের গতিবিধি ছিল মারাত্মক। বিশেষ করে প্রচুর রিকশা শ্রমিক আজ পথে নেমেছেন। ছোট গাড়ি, টমটম (ই-রিকশা) ইত্যাদিও রোজগারের ধান্দায় কিছু পথে নেমেছে। কিন্ত প্রশাসনের কঠোর অবস্থানে তাঁদের রোজগার সম্ভব হয়নি। কারণ, রিকশায় যাত্রী তুলেও নামিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ফলে যে আশায় রিকশা শ্রমিকরা বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, কার্যত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁদের।

নাগেরজলা, মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় আজ প্রচুর রিকশা এবং কিছু টমটম দেখা গিয়েছে। কিন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে কেউই রোজগার করতে পারেননি। এ-বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জনৈক রিকশা শ্রমিক বলেন, লকডাউন চলছে, তাই এতদিন আমরা বাড়ি থেকে বের হয়নি। কিন্ত, এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। কারণ, সরকার থেকে শুধু চাল দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাদের শুধু ভাত কী করে খাওয়াই? তাঁর এই সহজ প্রশ্নের উত্তর হয়ত কারোর কাছে থাকার কথা নয়। কারণ, করোনা মোকাবিলায় সরকার থেকে দুস্থদের যতটা সম্ভব সহায়তার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। কিন্ত, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকারি সহায়তা জীবনজীবিকার প্রশ্নে যথেষ্ট নয়।

এক রিকশা শ্রমিকের দাবি, দিল্লি-মুম্বাইয়ে করোনা-র প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরা সেই তুলনায় অনেক ভালও অবস্থায় রয়েছে। তবে কেন ত্রিপুরায় লকডাউন বাতিল করা হচ্ছে না। ওই রিকশা শ্রমিকের কথায়, সন্তানের জন্য ওষুধ কিনতে হবে। কিন্ত, আজ রোজগার হয়নি। তাই ভেবে পাচ্ছি না, রিকশার মালিককে ভাড়া কীভাবে মিটিয়ে দেব এবং ওষুধই-বা কীভাবে কিনব। তিনি বলেন, যাত্রী নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলাম, কিন্ত পুলিশ এসে রিকশা থেকে যাত্রী নামিয়ে দিয়েছে।

তাঁরাও বুঝতে পারছেন, করোনা মোকাবিলায় সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্ত পেটের তাগিদে তাঁদের রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া ছাড়াও কোনও উপায় নেই। আপাতত ৩ মে পর্যন্ত সারা দেশেই লকডাউন চলবে। কিন্ত করোনা মোকাবিলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরু চরাতে গিয়ে বুনো শূকরের আক্রমণে নিহত এক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ এপ্রিল।। গরু চরাতে গিয়ে বুনো শূকরের হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। নিহত ব্যক্তিকে রামধনি গোড় (৫৩) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন অশ্বিণী বাল্মিকদাস (৩০) নামের অন্য একজন। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মেদলি চা বাগানে। আহতকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করার পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মঙ্গলবার বেলা ২.৩০ মিনিট নাগাদ মেদলি চা বাগানের রবার সেকশনে গরু চরাতে গিয়েছিল বেশ কিছু রাখাল। এক সময় দাঁতাল এক বুনো শূকর হঠাৎ তেড়ে এসে স্থানীয় বাসিন্দা রামধনি গোড়ের ওপর হামলা করে বসে। রামধনির শরীরের একাধিক স্থানে শূকরটি তার ধাঁরালো দাঁত বসিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরিয়েছে। অকুস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে। এদিকে রামধনি গোড়কে বুনো শূকরের হামলা থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে গুরুতর আহত হয়েছেন লালখিরা বাগানের রাখাল যুবক অশ্বিণী বাল্মিকদাস। হামলা করে শূকরটি জঙ্গলে পালিয়ে গেছে, জানান অন্য রাখালরা।

মর্মান্তিক এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, পাথারকান্দি থানার পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মকর্তারা। তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাপাতালে পাঠিয়েছেন। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল নিহত রামধনি গোড়ের পরিবারকে নগদ দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের পাশাপাশি আহত যুবকের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বুনো শূকরটিকে তাড়িয়ে দিতে বন কর্মীদের অনুরোধ জানান বিধায়ক।

এ ব্যাপারে পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথ জানান, যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে সেই স্থান সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা হবে। তিনি আরও জানান, ঘাতক বুনো শূকরটি আহত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ১৯১ ■ ২২ এপ্রিল ২০২০ ইং ■ ৯ বৈশাখ ■ বুধবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উদ্বেগ বাড়াইয়াছে বাংলাদেশ

বড়ই উদ্বিগ্ন হইবার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের করোনা নিয়া চিন্তিত হইবারই কথা। বাংলাদেশে সামাজিক দূরত্ব মানা হইতেছে না। ফলে, ত্রিপুরায় তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর এজন্যই বাংলাদেশের কোনও নাগরিককে চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় যাহাতে না আসেন মুখ্যমন্ত্রী তাহা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি, আগরতলার সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ধর্মীয় জানাজায় লক্ষ মানুষ জড়ো হইয়াছিলেন। ওই ঘটনায় বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চারটি গ্রামকে সম্পূর্ণ কোয়ারেন্টাইন করা হইয়াছে। বাংলাদেশে সামাজিক দূরত্ব না মানিবার এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিচলিত হইবারই কথা। এক ভিডিও বার্তায় জানাইয়াছেন ওপাড় বাংলা হইতে কেউ যাহাতে আসিতে না পারেন তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে আমাদের সকলকে। করোনায় বাংলাদেশে মৃত্যু একশত ছাড়াইয়াছে। নতুন শনাক্ত ৪৯২। করোনায় বাংলাদেশের মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০১ জনে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ২৯৪৮ জন।

বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও অবস্থাতেই ত্রিপুরায় প্রবেশ ঠেকাইতে না পারিলে ত্রিপুরার বিপদ বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু, বাংলাদেশ হইতে ত্রিপুরায় আসা এবং ত্রিপুরা হইতে বাংলাদেশে যাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে কঠিন পদক্ষেপ নিতে হইবে। বাংলাদেশের সঙ্গে পাচার বাণিজ্যে যাহারা জড়িত তাহাদের গতিবিধির উপর রাজ্য প্রশাসন বা পুলিশের নজরদারী আছে সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ একথা অনেক বেশী সত্যি যে গোপন পথে বাংলাদেশের নাগরিকরা প্রতিনিয়ত ত্রিপুরায় আসিতেছেন। এখনও এই লকডাউনেও কোনও বাংলাদেশের গোপন পথে এই যাতায়াত চালু আছে। বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ, ভারতের একটি বড় রাজ্যের সমান। সেই দেশে ২৯৪৮ জন আক্রান্ত হইয়াছেন। মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০১ জনে। সুতরাং একথা স্পষ্ট পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশে ঢিলেঢালা অবস্থা তো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, বাংলাদেশ করোনা মোকাবেলায় তেমন দক্ষতার নজীর রাখিতে পারিত না। যদি পারিত তাহা হইলে এই মুহুর্তে দেশে ধর্মীয় সম্মেলন আটকাইতে পারিত। তাহারা দিল্লীর নিজামউদ্দিন ধর্মীয় সম্মেলনের পরিনতির কথা জানে না আসলে মানুষকে সচেতন করিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতার নজীর রাখিয়াছে।

ত্রিপুরায় ভয় সেখানেই। এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা করোনাকে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছে। এই জন্য ত্রিপুরাবাসী অনেক কঠোর নজরদারীতে আছে। এখানে প্রশাসন অনেক বেশী সজাগ ও সতর্ক। কিন্তু, এত কিছুর পরও সর্বনাশের স্রোত বইতে থাকিবে কিনা না কে বলিবে। যদি বাংলাদেশ- ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত একেবারেই সীল করা না যায় তাহা হইলেই বিপদ। বিভিন্ন ফাঁক ফোকর আছে। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী কতখানি সজাগ, সতর্ক বলা মুশকিল। কারণ তাহাদের সম্পর্কে প্রশাসনকে সতর্ক হইতে হইবে। নজরদারী চালাইতে হইবে তাঁহাদের উপরও। বাংলাদেশে যাওয়া আসা রোধ করিতে না পারিলে ত্রিপুরার কপালে দুঃখ আছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একজন বাংলাদেশীকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে না দেওয়ার যে আবেদন করিয়াছেন তাহাকে সকলকেই গভীরভাবে গুরুত্ব দিতে হইবে।

সাধুদের হত্যা এবং অরুন্ধতীর মন্তব্যের অর্থ বুঝুন

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

দুর্ভাগ্যের বিষয় করোনার মতো মহামারীর বিরুদ্ধে ভারত একসঙ্গে লড়াই করতে পারছে না। সরকার দিনরাত লড়াই করছে। প্রধানমন্ত্রী এবং বেশিরভাগ মুখ্যমন্ত্রী নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে নিজের পিতা শ্রাদ্ধ যেতে পারবেন না। কিন্তু এখনও কিছু নিচ শক্তি নিজেদের সংশোধন করতে ব্যর্থ। মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুজন সাধু এবং তাদের চালককে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কাজ করে চলেছেন লেখক অরুন্ধতী রায়। একটি জার্মান সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন যে মুসলমানদের গণহত্যা করতে সরকার করোনাকে ব্যবহার করছে। তিনি কখনই ভারতের পক্ষে কোনওদিন কোন প্রবন্ধ লেখেন না বা বিবৃতিও দেননি। তিনি ভারতীয় নারীত্বের কলঙ্ক। তিনি বছরের পর বছর ধরে ভারতবিরোধী শক্তির কোলে খেলছেন। তিনি দেশবিরোধী আচরণ করে সন্তোষ বোধ করেন। সবাই জানে এর জন্য বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পান তিনি। তা দিয়ে ফূর্তি করেন এবং দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য গালিগালাজ করেন।

পাশাপাশি দেশদ্রোহীদের প্রশংসা করার কাজ সমানতালে করে যান তিনি।

মহারাষ্ট্রে যেভাবে সাধুদের হত্যা করা হয়েছে। তা বড়ই হৃদয়বিদারক ঘটনা। কেউ কি ভাবে এত নিষ্ঠুর, নির্মম, হিংস্র হতে পারে। ওই ভিড়ের মধ্যে কারা ছিল যারা নির্মম ভাবে জুনা আখড়ার দুই নিরীহ সন্ন্যাসী এবং তাদের চালককে হত্যা করেছে। এই ভিড়ের পুলিশেরও ভয় ছিল না এবং মানবিক কোন দায়বদ্ধতাও ছিল না। যে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করে বৃদ্ধ সাধুদের হত্যা করা হয়েছে তা নারকীয়। পুলিশের সামনে সাধুদের হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ নিজের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তবে যা কিছু ঘটেছে তা সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্ক। সাধুদের হত্যা করার জন্য প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে জনতার ভিড়কে গ্রেফতার করা হলে পরবর্তীতে তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্য দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত রাজ্য প্রশাসনের। এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। বীরের এই উন্মুক্ত হিংস্রতাকে সমর্থন করলে দেশের বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

চোর সন্দেহে একটি লোককে হত্যা করে দেওয়ার যে প্রবৃত্তি ভিড়ের রয়েছে, তাকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলা চলে না। মানুষের দ্বারাই ভিড় নির্মিত হয়। যদি সত্যিই সেই ব্যক্তি চোর হয়ে থাকে তবে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

আমার মুম্বাইয়ের সাংবাদিক বন্ধুরা জানিয়েছে যে বিগত দশ দিনে এই নিয়ে তৃতীয়বার এই ঘটনা ঘটল। প্রথমে শিবসেনার সাথে যুক্ত দুই চিকিৎসককে মারধর করা হয়েছিল। তাদের বেশ কিছুক্ষণ বেঁধে রাখা হয়েছিল। পরে তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় কাসা কাঁচা পুলিশ থানা আধিকারিকেরা তাদের উদ্ধার করে। তারপরে গত সপ্তাহে পুলিশের একটি টহল দলের ওপর পাথর বৃষ্টি করা হয়। দুই সাধু সহ তিনজনকে মারধর করার ঘটনা এতটাও সরল নয়। আগে থেকেই কাটা ফসল চুরি করার গুজব ছড়ানো হয়েছিল। এখন বলুন মারাঠিভাষী ডাক্তার বা পুলিশ টহলরত দল এবং দুই বৃদ্ধ সাধুদের কি চোরের মতন দেখতে লাগছিল? সাধুদের হত্যা করাটা কি মব লিঞ্চিং নয়? আখলাক এবং পেহেলু খানের মৃত্যুর পর পুরস্কার ফেরত দেওয়া লোকেরা যেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। এক্ষেত্রেও কি তারা সোচ্চার হবে ?

দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা য় আখলাককে হত্যার পর, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী মৃত আখলাকের বাড়িতে পৌঁছতে শুরু করেছিলেন। সেখানে সমবেদনা কম রাজনীতি বেশি ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন রাহুল গান্ধী। এখন কি তারা কংগ্রেস সমর্থিত মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হবে? মহারাষ্ট্রে আজকাল শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের একটি জোট সরকার রয়েছে। এই ঘটনার পরে কি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী মহারাষ্ট্র সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন? আখালাকের বাড়িতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, সিপিআইয়ের বৃন্দা কারাট এবং আরও অনেক নেতারা গিয়েছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেশ শর্মা আখলাখ হত্যার বিষয়ে বলেছিলেন, 'এটি আমাদের সংস্কৃতির একটি দাগ এবং সভ্য সমাজে এ জাতীয় ঘটনার কোনও স্থান নেই।' যদি কেউ বলে যে এটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল, তবে আমি এটির সাথে একমত নই '।

মহারাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন জোটের কোনও নেতা কি এখন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কীভাবে সাধুদের পুলিশের সামনে হত্যা করা হল? কোনও সাহিত্যিক কি সাধু হত্যার প্রতিবাদে পুরষ্কার ফিরিয়ে দেবেন? বিশ্বাস করুন যে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর "না" হবে। কারণ, সাধুরা যেহেতু হিন্দু ছিলেন তাই তাদের প্রতি কেউ কোনও সহানুভূতি ব্যক্ত করবে না। এখানে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। জানা গেছে, পালঘর জেলার গ্রামগুলিতে উপজাতিদের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরের ব্যবসা পুরোদমে চলছে। ক্রস পরার জন্য ব্যক্তি পিছু ঘুষ দেওয়া হচ্ছে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। কিছু করতে হবে না ক্রস পরো, নামের মধ্যে একটি খ্রিস্টান নাম রাখুন এবং প্রতি রবিবার গির্জায় যাও। সুতরাং, কোনও দরিদ্র পরিবার যদি দেড় লাখ টাকা পায় তবে তাদের কথা কেন শুনবে না(গুজবের আদেশ নয়)। এখন দুটি সাধুর লিচিংয়ের জন্য মোটা পুরস্কার নিশ্চিত নিশ্চিত। যে থানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে সেই থানার ওসি ও এসআইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

যে নির্বাচনী এলাকাটি এই ঘটনাটি ঘটেছে, সে হ"ল দহনু এবং সেখানকার বিধায়ক হলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দলের সদস্য। তার ক্রিয়া-কলাপ এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অনেক প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছে যে মহারাষ্ট্র সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং অপরাধীদের ধরেছে। অর্থাত এই নারকীয় ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। করোনার সময়কালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, পুলিশ, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সেবায় নিযুক্ত থাকেন। মনে হয় এই সময়টিও পার হয়ে যাবে। এর কত মূল্য চোকাতে হবে তা ভগবানই জানে ?

একইসঙ্গে লিখে রাখুন, যে অরুন্ধতী রায় অভিযোগ করছে, ভারত সরকার করোনার নামে মুসলমাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, সাধুদের হত্যা করা নিয়ে সে একটাও কথা বলল না। এই ধরনের ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ বোঝা উচিত। অরুন্ধতী রায় তো নিজেকে মানবাধিকারবাদী মনে করেন, অথচ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা নিয়ে নির্বাক। হতে পারে ওই হত্যাকে ধর্মনিরপেক্ষ হত্যা হিসেবে বিবেচনা করেন তিনি।

দেশে বহু করোনা-যোদ্ধা এবং দু"জন পুলিশ কর্মী শহীদ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের নিয়ে একটিও শব্দ খরচ করেননি অরুন্ধতী। করোনা থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করছেন, কিন্তু অরুন্ধতী মনে করছেন মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন কোনও জাত, সম্প্রদায়, ধর্মের সঙ্গে করোনাকে যুক্ত করার বিরুদ্ধে টুইট করছেন, তখন অরুন্ধতী রায় ভারতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনছে। একটি বিষয় জেনে রাখুন, অরুন্ধতী রায় সর্বদাই মোদী সরকারের বিরোধিতা করেন। তিনি শুধু বর্তমান সরকারের প্রতিই ক্ষুব্ধ নন। দেশের প্রতিটি নেতা, জনগণকে শত্রুর নজরে দেখেন। ভারতের শত্রু পাকিস্তান তাঁর কাছে বিশ্বের সেরা। কারণ, সে ভারতকে অপদস্থ করার কোনও সুযোগই হাত ছাড়া করে না। কয়েক বছর আগে অরুন্ধতী রায় মহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বারা শুরু করা "দ্য ডন" পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর পূর্বসূরি ড় মনমোহন সিংকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। সুতরাং দেশবাসী দেখতে পারছেন এই কঠিন পরিস্থিতিতেও কিছু নেতিবাচক মানুষ লজ্জাজনক কাজ করেই চলেছে। করোনা বিরুদ্ধে জয়লাভের পর এই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে মোদী সরকারকে। যেন তেন প্রকারেন দেশবিরোধীতাকে নির্মূল করতে হবে।

সুতরাং দেশটি এখন দেখছে যে এইসব কঠিন পরিস্থিতিতেও কিছু নেতিবাচক প্রভাবিত উপাদান লজ্জাজনক আচরণ করছে। তাদের নিন্দা করতে বালিতেও লুকিয়ে থাকতে হবে।

লড়াইটি একবার করোনার দ্বারা জিতলে, মোদী সরকারকে সেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যা দেশকে এক পরাশক্তি হিসাবে পরাজিত করে। যে কোনও মূল্যে, জাতীয় বিরোধিতা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।

(লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সাংবাদিকদেরও হবে করোনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): ক্রমেই দিল্লিতে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এবার সাংবাদিকদেরও লালারসের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল কেজরিওয়াল সরকার। মারণ ব্যাধির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে সকল সাংবাদিকেরা কর্তব্যে অবিচল শুধুমাত্র তাদেরই লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

মুম্বইতে ৫৩ জন সাংবাদিকের শরীরে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। এরপর গোটা দেশজুড়ে এমন দাবি উঠেছে। এর উত্তরে মঙ্গলবার সকালে নিয়ে নিজের টুইট বার্তায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন যে দিল্লিতে সাংবাদিকদের করোনার টেস্টিং করানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা দেশে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও সাংবাদিকেরা নিজের কর্তব্য পালন করে চলেছে। কিন্তু করোনার সংক্রমণ গোটা দেশে যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে সাংবাদিকদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বিভিন্ন মহলের।

৪৩৪ বেড়ে বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত ৩,৩৮২, মৃত্যু ১১০ জনেব

ঢাকা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৩৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। এনিয়ে দেশে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩ হাজার ৩৮২ জনে। মোট মৃত্যু ১১০।

মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ১২৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ২ হাজার ৯৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সব মিলিয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৯ হাজার ৫৭৮টি। সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও দু"জন। মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা ৮৭ জন।

তিনি আরও জানান, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এদের মধ্যে পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৪ জন। নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে এসেছেন ৮৯ জন। মোট আইসোলেশনে আছেন ৭৬৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টিনে এসেছেন ৪ হাজার ১৬৮ জন। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন ১ হাজার ৪২৪ জন।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ৪,৫৯৮

বার্লিন, ২১ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১৯৪ জন, নতুন করে ১৯৪ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে মঙ্গলবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৯৮। এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৭৮৫। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৩,৪৫৭ জন।

করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৮৫ জন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ১৯৪ জন।

ভাষা থেকে ভাষায়

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ফ্রান্স এবং ফরাসিতে আকৃষ্ট হওয়ার দুটো কারণ জীবনে। দুটোই বই, দুটোই ফরাসির ইংরেজি অনুবাদ। প্রথমটা নেরন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির তাক থেকে পাড়া আলব্যের কামু'র 'দ্য আউটসাইডার'। পেড়েছিলাম হার্ডব্যাক বইটার কমলা মলাটে সোনালি হরফে নামটা দেখে। আমার ক্লাস নাইনের বিদ্যোতে আমি পড়ছি অ্যালবার্ট ক্যামাস। কিন্তু বইটা খুলে প্রতম তিনটে বাক্যেই আমরা চোদ্দো বছরের বুকটা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। 'মা আজ মারা গিয়েছে। হয়তো গতকাল। জানি না।' এবাবে কোনও উপন্যাস বা গল্প শুরু হতে দেখিনি। বেশ ক'পাতা এগিয়ে উত্তম পুরুষে শোনানো কাহিনিটা অ্যালবার্ট ক্যামাসের জীবনকাহিনি বলে ধারণা করছি। ক্যামাস, না কামু—এই প্রশ্ন ওঠার আগেই জানার ইচ্ছে হচ্ছে ওই তিনটে বাক্য ফরাসিতে কেমন দাঁড়ায়, শোনায়। বইটা ইস্যু করে হস্টেলে নিযে পাক্কা পনেরো দিন লেপটে পড়ে রইলাম সেটির ১১৮ পৃষ্ঠার সঙ্গে। ছোট্ট বই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আদিগন্তহীন আমাকে পড়াচ্ছে, ভাবাচ্ছে, বলতে নেইষ হঠাৎ কীরকম যেন প্রাপ্তবয়স্ক করে তুলছে। তখনও আলব্যের কামু অ্যালবার্ট ক্যামাসই আছেন, কিন্তু নেপালিয়নের পর আমার আরেক ফরাসি হিরো হয়েছেন। আর বইটা? ঠিক তাই, যা মার্কিন লেখক উইলিয়াম বয়েড নিখুঁত বলেছেন, সে সম্পর্কে— 'ওয়ান অফ দোজ বুক্‌স দ্যাটি মার্কস আ রিডারজ লাইফ ইনডেলিবলি'। এমন এক বই, যা পাঠকের জীবনে চিরকালের মতো ছাপ রেখে যায়।

তবে 'দ্য আউটসাইডার'-এর প্রথম তিনটি বাক্য যে ফরাসিতে'ওর্জুদউয়ি মাম এ মর্। পোতের ইয়ের। জ্যন, সে পা'—এটা জানতে আমাকে স্কুল পাশ করে কলেজ অবধি সবুর করতে হয়েছে। তার আগে আমি আবিষ্কার করে ফেলেছিল ইংরেজি অনুবাদে আরেক ফরাসি বই। অঙ্কশাস্তরী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও তুলনাহীন গদ্যশিল্পী পাস্কালের 'পঁজে'। এর একটা উপশিরোনামও ধরানো হয় ইংরেজি অনুবাদে---'থট্‌স অন রিলিজিয়ন'। ধর্মসংক্রান্ত চিন্তা।

এই বইটিও প্রথম দেখি নরেন্দ্রপুরের লাইব্রেরিতে। অ্যাফরিজ্‌ম বা সূক্তি দিয়ে গড়া বইটার এক অদ্ভুত হাতছানি বোধ করলেও সেটি ইস্যু করিনি, কারণ ওই 'পঁজে' শিরোনামের একটা বই বাড়িতে বাবার লাইব্রেরিতে আছে বলে মনে পড়েছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে প্রথমেই নামিয়েছিলাম ওই বই এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়লাম। মণিমুক্তোর ভরানো বইটার নানা সুক্তিতে দেখি, লাল নীল কলমে আন্ডারলাইন করা। বিশেষ বিশেষ বই এভাবে দাগিয়ে পড়ার ধরন ছিল স্বর্গত বাবার। আমি বাবার দাগানো সূক্তি ধরে ধরে পড়ে যেতে যেতে একসময় ভাবলাম, বুঝি বা স্বর্গ থেকে তিনি আমাকে প্রাইভেট টিউশন দিচ্ছেন। বিশেষ বিশেষ সূক্তির পাসে দেখি বাবার নিজস্ব মন্তব্য। পাস্কালের সেরা উক্তি। যা জগতের সেরা উক্তিরও একটি---বাবা লাল,নীল, সবুজ তিন কালিতেই মার্ক করেছেন। ইংরেজি বাক্যটির পাশে বাবা দেখি কালো কালিতে মূল ফরাসিটাও লিখে রেখেছেন। ছাপা অক্ষরে ইংরেজিতে আছে—'দ্য হার্ট হ্যাজ ইট্‌স রিজন্‌চ হুইচ রিজ্‌ন নোজ নাথিঁ অফ। হৃদয়েরও কিছু যুক্তি আছে, যুক্তি যার কিছুই বোঝে না। বাবা মার্জিনে পাস্কালের মূল ফরাসিটাই তুলে দিয়েছেন। 'ল্য ক্যর্ আ সে রেজঁ ক্য লা রেজঁ ন কোনে পোয়্যাঁ'।

চোখের সামনে বাবার হাতের লেখায় অপূর্ব এক ফরাসি বাক্য দেখছি, কিন্তু তা উচ্চারণ করতে পারছি না—এতেই প্রথম ফরাসি শেখার আকাঙ্খাটা ঠিকরে উঠল। কিন্তু আমাকে কলেজকাল অবধি তর সইতে হল। এবং তা আসতেই 'আলেয়ঁস ফ্রঁ স্যাজ'-এ নাম লেখলাম। প্রথমদিন ক্লাসে বসে দেখি, শিক্ষিকা ফরাসিনী মাদাম দে সরকার (স্বামী বাঙালি) ইংরেজি বলছেনই না, হাতের চাবির গোছা দেখিয়ে বলছেন, 'সে সোঁ জে ক্লে', হাতের বইটা দেখিয়ে বলছেন, 'সেতিউন লিভ্র' আর আমরা বুঝে যাচ্ছি কোনটা কী ক্লাসের একদম শেষে ইংরেজিতে বললেন, 'আমাদের এই পড়ানোর রীতিকে বলে ডায়েরক্ট মেথড। হঠাৎ করে প্যারিসে গিয়ে পড়লে তোমাদরে যেমন দেখে আর শুনে সব রপ্ত করতে হবে। জলে পড়ে সাঁতার শেখার মতো ফরাসিতে পড়ে ফরাসি শেখা'। এর ছ'মাস পর ফার্স্ট ডিগ্রি পাশ করে মাদামের ক্লাস ছেড়ে সেকেন্ড ডিগ্রির ক্লাসে যাব, উনি একটা সুন্দর কথা বললেন ইংরেজিতে—'সাত সাতটা ডিগ্রি শেষে ডিপ্লোমা পেয়ে তোমাদের কাজটা কী কবে জানো? ফরাসিদের শরীরের আর কণ্ঠের ব্যবহার ভাষাটায়। আমি ফরাসি হয়েও বলছি।'

কলকাতার রাস্তাঘাট দেখে এক জাপানি ভদ্রমহিলা 'আবুনাই', 'আবুনাই' বলে চিৎকার জুড়েছিলেন। জানিয়ে রাখি, জাপানিতে 'আবুনাই' মানে 'ভয়ংকর'। সেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বেরিয়েছিল কলকাতা দেখাতে। একটা সরু রাস্তায় হঠাৎ উল্টোদিকে থেকে আসা অন্য একটা গাড়ির মুখোমুখি হয়েছে আমাদের গাড়ি। কলকাতার রাস্তায় চলাচলের সূত্রে আমরা জানি, গাড়িটা ঠিকই পাশ কাটিয়ে বেরেয়ি যাবে। কিন্তু তাঁর তো সেই অভিজ্ঞতা নেই। ফলে অমনভাবে একটা গাড়িকে ধেয়ে আসতে দেখে তিনি গিয়েছেন ঘাবড়ে।

একটার পর একটা ডিগ্রি করছি যখন, কামু'র 'দ্য আউটসাইডার'-এর মূল ফরাশি' লেত্রঁজে' বাড়িতে ডিকশনারি দেখে ঠোক্কার খেতে খেতে পড়া ধরেছি। ঠিক সেরকম এক সময়ে ও মা, এক নতুন সমুদ্রে পড়লাম। কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যর স্ত্রী মাদাম ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের এক লেকচারের ঢু মেরেছিলাম 'আলেয়ঁস'-এ। ওঁর বলার বিষয় ছিল 'বের্গসঁ ও সময়'। একে অপরূপা সুন্দরী (সেই বয়সের ফ্রাঁসকে যারা দ্যাখেনি, তারা কল্পনাতেও আনতে পারবে না), তায় বিষয় বের্গসঁ—,সময় শেষ কিস্তি সাঙ্গ হল যেদিন, আমি জেনে গিয়েছি ফ্রান্তে আমায় অনেক কিছু শেখার জন্য যেতে হবে। ভাষার জেশ্চরও মিউজিক যার প্রধান।

১৯৭৯-তে যে প্যারিসে যাওয়া হল, তা অবশ্য উচ্চ সাংবাদিকতা পড়তে। এবং ক্লাস করতে যেতে হল ৩৩ নং রু দু লুভ্র্ ঠিকানার এক প্রাচীন প্রাসাদে। জানলার বাইরে চোখ চালালে আমি বোদলেয়র মালার্মেরই প্যারিস দেখতে পাই। হাতের মধ্যে লুভ্র্ মিউজিয়াম। একাধারে দুই বিন্ন শতাব্দীতে বসবাস শুরু হল আমার। রাস্তা দিয়ে হাঁটি রাস্তা দেখতে দেখতে নয়, দু'পাসের বাড়ি, থুড়ি প্রাসাদ দেখতে দেখতে। যদ্দুর মনে পড়ে, মাদার ভট্টাচার্যই না বলেছিলেন যে, সময়ও একটা ভাষা, যার শব্দ, অক্ষর, বাক্য ছড়িয়ে চারপাশে। ফরাসিরা ইংরেজি করে কথাটা খুব প্রয়োগ করে শিক্ষার ব্যাপারে—ইমার্সিভ অর্থাৎ ডুবে যাওয়া। ফরাসি শেখা বা একটি ভাষার সান্নিধ্য। তারপর আমার পড়াশোনা অনও খাতে বইল। ইতিহাস নিয়ে অনার্স করলাম। তারপর চলে এলাম কলকায়। বিযে হল। আমার যখন ছেলে হয়েছে সদ্য, তখন এক পুরনো বন্ধু খবর দিল কাছাকাছির মধ্যেই জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি সোসাইটি' ছিল প্রতিষ্ঠানটার নাম। তখন সেটা ছিল প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে, এখন ঠিকানা পাল্টে বালিগঞ্জ সার্কলার রোডে। আমার ছেলে তখন ভীষণই ছো, কিন্তু আমার শাশুড়ি রাজি হয়ে গেলেন আমার জাপানি শিখতে যাওয়ার ব্যাপারে। এই শুরু হল দ্বিতীয় দফায় আমার জাপানি শেখা। এখানে চার বছরের কোর্স ছিল। যেহেতু বিশ্বভারতীতে তিন বছরে কোর্স করাই ছিল, কাজেই এখানে পড়তে হল এক বছর। তারপর আরও নানা সিনিয়র কোর্স, এবং অমার ফলাফল বাল ছিল সবসময়।

এখানে যেসব জাপানি নাগরিকরা আসেন, তাঁরা অনেক সময় বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি শিখতে চান। আমার 'স্পোকেন জাপানিজ' যেহেতু ভাল ছিল, ফলে এই জাতীয় শেখানোর কাজ, দোভাষীর কাজ ইত্যাদি করতে শুরু করলাম। সেই দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা অভিজ্ঞতার কথা শুরুতেই বলেছি। আরও বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি।

একবার জাদুঘরে গিয়েছি কয়েকজনকে নিয়ে। তাঁরা মমি দেখে 'মিরা', 'মিরা' বলে উঠেছেন। আমি খাকিন হতচকিত। 'মিরা' আবার কী বস্তু? আমি তাদের বলে যাচ্ছি 'মিরা' নয় 'মমি'। তাঁরাও সমানতালে 'মিরা' 'মিরা' বলে চিনি, তাকে ওঁরা বলেন 'মিরা' আমার ভাণ্ডারে একটা নতুন শব্দ যুক্ত হল। এইভাবে প্রচুর শব্দ আমি শিখেছি।

কলকাতার রাস্তাঘাট দেখে এক জাপানি ভদ্রমহিলা 'আবুনাই', 'আবুনাই' বলে চিৎকার জুড়েছিলেন। জানিয়ে রাখি, জাপানিতে 'আবুনাই' মানে 'ভয়ংকর'। সেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বেরিয়েছিল কলকাতা দেখাতে। একটা সরু রাস্তায় হঠাৎ উল্টোদিকে থেকে আসা অন্য একটা গাড়ির মুখোমুখি হয়েছে আমাদের গাড়ি। কলকাতার রাস্তায় চলাচলের সূত্রে আমরা জানি, গাড়িটা ঠিকই পাশ কাটিয়ে বেরেয়ি যাবে। কিন্তু তাঁর তো সেই অভিজ্ঞতা নেই। ফলে অমনভাবে একটা গাড়িকে ধেয়ে আসতে দেখে তিনি গিয়েছেন ঘাবড়ে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

মঙ্গলবার নিখিল ত্রিপুরার উদ্যোগে বিধায়ক আশীষ সাহা দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা: বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক হাড়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২১।। বাংলাদেশে মহামারি করোনাভাইরাস দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে ১১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৪৩৪ জন। এতে করোনায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ৩৮২ জন। মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. ইাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় তিন হাজার ১২৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে দুই হাজার ৯৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সব মিলিয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৯ হাজার ৫৭৮টি। নতুন যে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে আরও ৪৩৪ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ফলে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৩৮২-এ। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও নয়জন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১১০ জনে। এছাড়া সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও দুজন। ফলে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা ৮৭। নতুন করে যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ ও চারজন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এদের মধ্যে ষাটোর্ধ তিনজন, পঞ্চাশোর্ধ তিনজন এবং চল্লিশোর্ধ তিনজন। বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ৮৯ জনকে। বর্তমানে মোট আইসোলেশনে আছেন ৭৬৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুজন। এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৫৭৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ৪ হাজার ১৬৮ জনকে। এ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে এক লাখ ৫৩ হাজার ৭৯৪ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে এক হাজার ৪২৪ জনকে। এ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে সাত হাজার ১২ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ৫ হাজার ৫৯২ জনকে এবং এ পর্যন্ত নেয়া হয়েছে এক লাখ ৬০ হাজার ৮০৬ জনকে। বর্তমানে মোট হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৭৭ হাজার ৯৩১ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারন্টাইনে আছেন ৫ হাজার ৮৭৪ জন। মোট কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৮৩ হাজার ৮০২ জন। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ১৯২ জন। যারা কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবেন, তবে তাদের এ মুহূর্তে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো। বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহান জানানো হয়।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তা।ব চালাচ্ছে।

চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের প্রায় ২৫ লাখ। এক লাখ ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা। তবে সাড়ে ছয় লক্ষাধিক রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ৩৮২। মারা গেছেন ১১০ জন। সুস্থ হয়েছেন ৮৭ জন। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ।

বাংলাদেশে করোনায় মারা যাওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহ সৎকারে জাতীয় হিন্দু মহাজোট

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২১।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদেও মৃতদেহ সৎকারে সহযোগীতা করবে জাতীয় হিন্দু মহাজোট। হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাড় গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক জানান, দেশের এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা ইতিপুর্বে বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে ত্রান সহায়তা দিয়েছি এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই সময়ে করোনা মহামারিতে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ অনেকেই তার পরিবারে সদস্য নিজে সংক্রমনের ভয়ে হাত দিতে চাননা। এজন্য বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে করোনা সহ সকল মৃত্যুতে ঢাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহ সৎকারে হিন্দু মহাজেটের বিশেষ টীম প্রস্তুত করেছে।তিনি আরো জানান, মানুষ মানুষের জন্য, শুধুমাত্র এই মুহুর্তে নয় আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সবসময় সহযোগীতা করছি এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। শুধুমাত্র ঢাকা শহরে নয়, অন্যান্য জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম এবং নাটোরে আমরা ৫-৬ জন বিশিষ্ট সদস্য দিয়ে আপাতত শুরু করেছি এবং অন্যান্য জেলাতেও নির্দেশনা দিয়েছি, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠিত হচ্ছে।

শ্যামল কুমার ঘোষ জানান আমরা ঢাকাতে ১০ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করেছি, আমি সমন্বয়ক হিসেবে আছি। আমরা বেশির ভাগ মেডিক্যালগুলোতে খবর রাখার চেষ্টা করছি। সনাতন ধর্মাবলম্বী কেউ মৃতুবরন করলে আমরা পিপিই পরিধান করে মৃতদেহ শশানে নেয়া এবং সৎকারের জন্য সহযোগীতা করছি। এছাড়াও যদি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহ বাসায় থাকে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ কওে সৎকারের জন্য তাহলেও আমরা আমাদের সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছি। করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগময় সময়ে গত সপ্তাহে হিন্দু মহাজোটের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঢাকার পোস্তগোলা মহাশ্মশানে একজনের সৎকার সম্পন্ন করেছে এবং পরবর্তীতে লালবাগ ও সবুজবাগ মহাশ্মশানে সৎকার সম্পন্ন করতে প্রস্তুত। আত্ম প্রচার নয় হিন্দু মহাজোট সর্বদাই বাস্তবে সমাজ সেবায় সর্বদাই অগ্রনী ভূমিক পালন করে চলেছে। মৃতদেহ সৎকার কাজে সহায়তার জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীগন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তবে যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই এমন পরিবারের কারো মৃতদেহ সৎকারের জন্য পরিবহন এবং দাহসহ সার্বিক সহযোগিতার জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

করোনায় চিকিৎসক আক্রান্তের হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২১।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা ইতোমধ্যে ২০০ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন (বিডিএফ)। সংগঠনের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র ডা. নিরুপম দাশ বলেন, বিশ্বে চিকিৎসকদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার হার বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। দেশে যে পরিমাণ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তার মধ্যে চিকিৎসক ১৩ শতাংশ। সব স্বাস্থ্যকর্মী মিলে হিসাব করলে এটা ১৫ শতাংশের বেশি। এটা সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ। ইতালিতে এই হার ৮.৭ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১১ শতাংশ।

বিডিএফের তথ্যানুযায়ী, আক্রান্ত হওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে রয়েছেন ১৬৮ জন। এর মধ্যে মিটফোর্ড হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২৫ জন। ঢাকা বিভাগে আক্রান্ত হওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক রয়েছেন ১১৭ জন, বেসরকারি হাসপাতালে রয়েছেন ৩৫ জন, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন আট জন করে। ময়মনসিংহ বিভাগে আক্রান্ত হয়েছেন আট জন, এর মধ্যে গফরগাঁওয়ে রয়েছেন সর্বোচ্চ তিনজন। চট্টগ্রাম বিভাগে আক্রান্ত হয়েছেন সাত জন, এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ছয় জন, বেসরকারি হাসপাতালে এক জন। বরিশাল বিভাগে আক্রান্ত হয়েছেন ছয় জন চিকিৎসক। রংপুর ও খুলনা বিভাগে তিন জন করে চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিডিএফ।

এদিকে, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)র মহাসচিব ডা.ইহতেশামুল হক চৌধুরী বলেন, তাদের কাছে থাকা তথ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন ১৬১ জন। অপরদিকে নার্স ৬৬ জনসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন ১৫২ জন। ঢাকা বিভাগের খারাপ অবস্থা মন্তব্য কওে তিনি বলেন, ১১৮ জন চিকিৎসক কেবল ঢাকা বিভাগেই, আর ঢাকা সিটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২ জন চিকিৎসক। তবে ঢাকা বিভাগের মধ্যে ঢাকা জেলার বাইরে কিশোরগঞ্জ জেলায় বেশি। তিনি বলেন,চিকিৎসকরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, এ পরিস্থিতি খুবই ভীতিকর এবং উদ্বেগজনক। এভাবে যদি চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হতে থাকেন, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে সব মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতরকে একটি অনুরোধ করতে চান জানিয়ে ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী বলেন, শুরুতে তারা যেভাবে বিলম্ব করেছেন, আর বিলম্ব না করে দ্রফততম সময়ের মধ্যে না হলেও পাঁচ হাজার চিকিৎসক, পাঁচ হাজার নার্স এবং এক হাজার হেলথ টেকনোলজিস্টকে নিয়ে পুল সৃষ্টি করুক এবং আগামী ১৫ দিন তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখা হোক। ভবিষ্যতে যদি দেশের বেশিরভাগ চিকিৎসক আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে সে পুল থেকে যেন চিকিৎসক নার্সসহ অন্যদের দিয়ে সেবা কার্যক্রম চালানো যায়। আমি মনে করি, আগামীকাল থেকেই এ কার্যক্রম চালু করা উচিত। অনেক দেরি হয়েছে, আর দেরি করা একদমই অনুচিত হবে।

যুগান্তকারী ঘোষণা, করোনায় মৃত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে

ভুবনেশ্বর, ২১ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য যুগান্তকারী ঘোষণা করেছে ওড়িশা সরকার। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে সেই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শহীদের মর্যাদা দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়াও ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার জারি হওয়া এক ভিডিও বার্তায় এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক।

ওই ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, করোনা যোদ্ধা কোনও চিকিৎসা কর্মী যদি মারা যান, তবে পূর্ণরাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মৃতের পরিবারবর্গের হাতে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। করোনার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে প্রকৃত অর্থেই যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে চলেছে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেছেন, চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর হামলা হলে তা কোনোভাবেই রোধ করা হবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নানুরে বিনামূল্যে চালু হল ফ্রি বাজার

নানুর, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে অনেকের খাবার প্রয়োজন আছে, অথচ তারা লজ্জায় চাইতে পারছেন না। এই অবস্থায় নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালু করলেন 'ফ্রি বাজার'। যেখান থেকে যে কেউ তার প্রয়োজন মতো খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। আর এর জন্য কোন টাকা পয়সা খরচ করতে না হলেও মানতে হবে কয়েকটি নিয়ম। এক হল বাজার করার আগে হাত স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করা আর দ্বিতীয়ত হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে বা মুখ ঢেকে বাজার করা।

ছয়ের পাতায়

লকডাউন কার্যকর করতে গাজোলে তৎপর পুলিশ

গাজোল, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় লকডাউন কার্যকর করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে মালদার গাজোল থানার পুলিশ। গাজোল থানার অফিসার সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি রাস্তায় টহলদারি চালাচ্ছেন খোদ গাজোল থানার ওসি হারাধন দেব।

কখনও মাইক হাতে জনগণকে সচেতন করার কাজ চালাচ্ছেন আবার কখনও লাঠি হাতে তেড়ে যাচ্ছেন নিয়ম ভঙ্গকারীদের দিকে। মাস্ক না পড়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন এরকম কাওকে দেখলে নিজের হাতে মাস্ক পড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি। সামাজিক দূরত্ব যাতে সব জায়গায় মেনে চলা হয় তার জন্য নিয়মিত টহলদারি চলছে ব্যাঙ্ক , রেশন দোকান, বাজার সহ অন্যান্য জায়গায়। ব্যাঙ্কগুলিতে মোতায়েন থাকছে পুলিশ।

ব্যাকের ভিতরে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকে একসঙ্গে ৬ জনের বেশি প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্যাশ কাউন্টার এবং বিভিন্ন অফিসারের টেবিলের সামনে মার্কিং করে দেওয়া হয়েছে। দূরত্ব বজায় রেখে সেসব জায়গাতেই দাঁড়াচ্ছেন গ্রাহকরা।

তবে গত কয়েকদিন ধরে গ্যাসের দোকানের সামনে ব্যাপকহারে ভিড় হচ্ছে। উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পের গ্যাস সংগ্রহের জন্য ভোর থেকে সামাজিক দূরত্ব না মেনে সাধারণ মানুষের লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।গাজোল থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে। গ্যাসের দোকানের সামনে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয় এবং একসঙ্গে যাতে বেশি লোক ওখানে ভিড় করতে না পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও পথঘাটে বিনা প্রয়োজনে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাস্ক ছাড়া যারা বেরিয়েছেন তাদের সতর্ক করা হচ্ছে। সতর্কবার্তায় কাজ না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে যে সমস্ত গরিব মানুষ পয়সার অভাবে মাস্ক কিনতে পারেননি তাদেরকে পুলিশের তরফে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে তাদের প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক করা হচ্ছে।

শুরু হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ

হাফলং (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের ৩০ দিনের মধ্যে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ মঙ্গলবার থেকে পুনরায় শুরু হল। কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়বহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র দেশ জুড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে লকডাউন চলছে। তবে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের গ্রিন জোন এলাকাগুলিতে লকডাউন কিছুটা শিথিল করায় পুনরায় হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাফলং প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের প্রকল্প সঞ্চালক কার্গে কামকি।

তিনি জানান, সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনেই সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সড়ক নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই তাঁদের লাগানো হয়েছে। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে। কার্গে কামকি জানিয়েছেন, ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কাছে পর্যাপ্ত মাস্ক মজুত না থাকায় সড়ক সংস্কারের কাজে যুক্ত নির্মাণ সংস্থাকে শ্রমিকদের জন্য মাস্কের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ কাজের সময় শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কার্গে কামকি জানিয়েছেন, বর্ষার আগে যাতে সড়ক সংস্কার সম্পূর্ণ করা যায় এই লক্ষ্যেই আজ থেকে কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে তিন কিলোমিটার অংশে পিচের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার আগেই। এই অবস্থায় বর্ষার মরশুমে যে কোনও ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি সচল রাখার চেষ্টা করা হবে বলে দাবি করেছেন কার্গে।

গরিবদের জন্য বিনামূল্যের চাল বণ্টনে দুর্নীতি হলে রক্ষে নেই, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের কবলে পড়ে রাজ্যের সাধারণ গরিব জনতা বিপাকে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকার দরিদ্র শ্রেণির মানুষজনের জন্য বিনামূল্যে সামগ্রী বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এই সব বিনামূল্যের সামগ্রী বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। গরিবদের জন্য প্রদত্ত সামগ্রী নিয়ে যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার কামরূপ মহানগর জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন গৃহীত ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফের এই নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ গুয়াহাটিতে কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্যের মানুষ লকডাউনের নিয়ম সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা এবং যে সব ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতা আনা হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে তিন দিন অন্তর অন্তর বৈঠকে বসার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, তিন বিধায়ক যথাক্রমে অতুল বরা, রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ও বিমল বরাকে সঙ্গে নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু, গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ কমিশনার মুন্না গুপ্তা, গুয়াহাটি পুর কমিশনার দেবজ্যোতি হাজরিকা প্রমুখ শীর্ষ আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গরিবদের জন্য প্রদত্ত সামগ্রী নিয়ে যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় যাতে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বলেন, যে বা যারা অনিয়মে জড়িত হবেন, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে ইতিমধ্যে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেশন কার্ড নেই এমন দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেককে পাঁচ কেজি করে চাল দেওয়ার কথাও ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। এই চাল সঠিকভাবে বিতরণ না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কল অফিসাররা দায়ী থাকবেন বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে তিনি জানান, এই চাল বিতরণের সময় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, গাঁওবুড়া (গ্রামপ্রধান) এবং বিধায়কদের জড়িত করতে হবে। প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে সঠিকভাবে চালগুলি লাভ করেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে কামরূপ মহানগর জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই জেলার গৃহীত ভূমিকা রাজ্যের, উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলেন, জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসন আশ্রয়ের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এই সব আশ্রস্থলে বহিঃরাজ্যের ১,২৩০ জন মানুষ রয়েছেন। তাঁরা যাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখিন না হন তা-ও সুনিশ্চিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের জরিপ করতে কৃষি বিভাগের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি চান না কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাক। তাই উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা শিগগির করতে বলেছেন সর্বানন্দ।

এছাড়া গুয়াহাটি মহানগরের প্রত্যেক ওয়ার্ডে জনসচেতনতা গড়তে জেলা প্রশাসন এবং পৌর নিগমকে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। গুয়াহাটিতে কৃত্রিম বন্যা রোধে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য শুরু করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করার কথা বলে এ ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউনে রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে অসম সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলির ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। রমজান মাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বগৃহে নামাজ আদায় করতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের গ্রামপ্রধান ও চা বাগান সর্দারদের সঙ্গে অডিও কনফারেন্সে বার্তালাপ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণ রোধের জন্য গোটা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউন ঘোষণা করেছে। এই লকডাউন সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল রাজ্যের সমস্ত গ্রামপ্রধান (গাওঁবুড়া) এবং চা বাগানের সর্দারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল রাজ্যের ৩,৫০০-এর বেশি চা বাগানের সর্দারদের সাথে অডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লকডাউনের পরবর্তী দিনগুলোতে নিজের নিজের এলাকার লোকদের সজাগ ও সচেতন করে তুলতে আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি প্রতিটি রাজ্যের সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাতে এবং সরকারি সাহায্য সঠিকরূপে বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করারও আহ্বান জানান।অডিও কনফারেন্সিঙের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী অসম সরকার সম্প্রতি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রাজ্যে কৃষিকাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই নির্দেশ অনুসারে ৫০ শতাংশ শ্রমিকদের দ্বারা চা বাগানের কাজকর্ম শুরু করার জন্য রাজ্য সরকার অনুমতি প্রদান করেছে।তিনি জানান, গাওঁবুড়দের সাথে অডিও কনফারেন্সে বার্তালাপের সময় গ্রামের কৃষকরা খেতে কৃষিকাজ করার সময় সরকারের নীতি নির্দেশ মেনে চলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

এছাড়া চা বাগানের সর্দারদের সাথে অডিও কনফারেন্সের সময় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, এই দুর্দিনের সময় রাজ্যের চা বাগানে কাজ করা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে লক্ষ রাখতে সরকার দায়বদ্ধ। চা বাগানে কাজ করার সময় যাতে শ্রমিকরা সামাজিক দূরত্ব ও নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চলেন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি চা বাগানের সর্দারদের আহ্বান জানিয়েছেন।

চা-বাগান কর্তৃপক্ষকে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিককে মাস্ক পরিধান করা ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত জল ও সাবানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা তার প্রতি নজর রাখতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া বাগানের শ্রমিকরা যাতে সুচারুরূপে সরকারি সাহায্য পায় সে ব্যাপারেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অডিও কনফারেন্সে বার্তালাপের সময় রাজ্যের গাওঁবুড়া ও চা বাগানের সর্দাররা নিজের নিজের গ্রাম ও চা বাগানের নীতি নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে মানা হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি সরকারি অনুদান বিতরণের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেছেন।

মঙ্গলবার ভারতীয় বিমা বিনা মাস্কে অফিসে প্রবেশ করতে দেয়নি। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা কমাতে ব্যায়াম

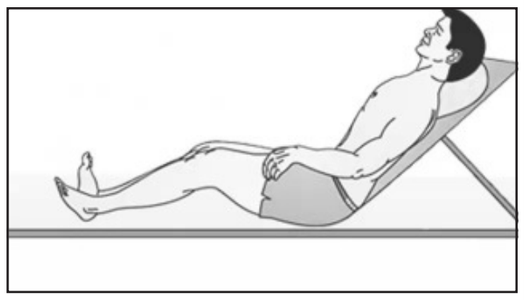

করোনাভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এতে জ্বর, শুকনা কাশি, মৃদু থেকে তীব্র শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মৃদু সংক্রমণে যেসব রোগী বাসায় বা আইসোলেশনে থাকবেন, তাঁদের নানা রকমের অ্যারোবিক ও ব্রিদিং এক্সারসাইজের (শ্বাস—প্রশ্বাসের ব্যায়াম) মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণ ও ফুসফুসকে কর্মক্ষম রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শ্লেষ্মা নিঃসরণে সমস্যা থাকলে এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স টেকনিক ও ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। ব্যায়ামের সময় মুখে মাস্ক পরতে হবে। এ ব্যায়ামে উপুড় হয়ে শুয়ে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে ৪ সেকেন্ড ধরে বাতাস নিতে হবে, শ্বাস ধরে রাখতে হবে ৭ সেকেন্ড এবং বাতাস ছাড়তে হবে ৮ সেকেন্ড ধরে। এ ব্যায়ামে ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে বাতাস চলার পথ পরিষ্কার হয়। এ ছাড়া মোবিলাইজেশন, রেসপিরেটরি এক্সারসাইজ, থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ (যেমন পুশআপ) ও রিহ্যাবিলিটেশন কৌশল (যেমন বসা থেকে দাঁড়ানো, হাঁটা, কাঁধ ও পায়ের ব্যায়াম, ঘরেই সাইক্লিং ইত্যাদি) অনুসরণ করা যেতে পারে। বিছানায় দুই পা সোজা রেখে চিত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় থাকতে হবে। এরপর শ্বাস—প্রশ্বাসের ব্যায়ামের কৌশলগুলো অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া কনট্রোলড ব্রিদিং এক্সারসাইজসহ অন্য ব্যায়ামগুলোও করা যাবে। এই পজিশনে খুব সহজে বাতাস ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। এতে রোগীরা সহজেই কাশির মাধ্যমে কফ বের করে দিতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে।মডারেট গ্রেড অ্যারোবিক এক্সারসাইজ (ওয়ার্মআপ, হাঁটাহাঁটি, স্কিপিং, জগিং ইত্যাদি) প্রতিদিন ৪০ মিনিট করা হলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সচল থাকে।

আয়শাদের পাঁচতারা হোটেলে কোয়ারেন্টিন সেন্টার

যদিও তিনি শেষবার বড় পর্দায় দেখা দিয়েছেন ২০১১ সালে। তবে ২০০৮ সালের হিট ছবি ওয়ান্টেড—এ সালমান খানের প্রেমিকার ভূমিকায় তিনি হৃদয় কেড়েছিলেন দর্শক ও সমালোকচদের। প্রায় এক দশক তাঁর কোনো খবর নেই। তবে চোখের আড়ালে থাকলেও মনের আড়ালে চলে যাননি ৩৪ বছর বয়সী আয়শা টাকিয়া। প্রাণীদের অধিকার নিয়ে টুইটারে তিনি সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। এবার জানা গেল, করোনার এই মহামারির দিনে তিনি ও তাঁর জীবনসঙ্গী ফারহান আজমী তাঁদের দক্ষিণ মুম্বাইয়ের পাঁচতারা পাঁচতলা হোটেলটি তুলে দিচ্ছেন বৃহনমুম্বাই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে (বিএমসি)।আয়শা টাকিয়া। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

আয়শা টাকিয়ার ৩৮ বছর বয়সী কোটিপতি ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ জীবনসঙ্গী এক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের গালফ হোটেলটি বিএমসিকে দিয়েছি, কোয়ারেন্টিন সেন্টার বানানোর জন্য। এই দুঃসময়ে আমাদের উচিত সবার পাশে থাকা।' বিনয় করে তিনি এ—ও যোগ করেছেন, 'আমাদের হোটেলটি বিশেষ বড় নয়।'আয়শা টাকিয়া ২০০৯ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিক ফারহান আজমীকে বিয়ে করেন। এরপরই ধীরে ধীরে মডেলিং ও বলিউড থেকে নিজের বাক্সপেটরা গুছিয়ে নিয়ে সংসারে থিতু হন। ২০১৩ সালে তিনি পুত্রসন্তানের মা হন। সংসারেই যে ডুবে আছেন, তা আয়শার ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিলেই প্রমাণ মেলে।আয়শা টাকিয়া। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এর আগে শাহরুখ খান ও স্ত্রী গৌরী খান তাঁদের চারতলা অফিসটি দিয়ে দেন করোনার রোগীদের আলাদা করে রাখার জন্য। আরেক বলিউড তারকা সোনু সুদও তাঁর জুহুর হোটেলটি দিয়ে দেন ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জড়িত অন্যরা যদি করোনায় আক্রান্ত হন, তাঁদের কোয়ারেন্টিনের জন্য।

নিউইয়র্কে বসে বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া

১৩ বছর আগের এক ২০ এপ্রিলে ঐশ্বরিয়া রাই ও অভিষেক বচ্চন ধুমধাম আয়োজনে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। তারও কিছুদিন আগে, ২০০৭ সালের জানুয়ারির ১৩ তারিখ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের এক শীতের বিকেল। সেই বিকেলও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় অভিষেক বচ্চনের জীবনে। সেদিনই তিনি শীতে জমে যাওয়া এক বারান্দায় হাঁটু গেঁড়ে ঐশ্বরিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাকে বিয়ে করবে?' আর ঐশ্বরিয়া দিয়েছিলেন সবুজ সংকেত।২০১৭ সালের সেই দিনে অভিষেক টুইটারে লিখেছিলেন, 'আজ (২০ এপ্রিল) সেই দিন। ১০ বছর আগে এই দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী—গুণবতী নারী, নিউইয়র্কের ঠান্ডায় জমে যাওয়া এক বিকেলে আমায় "হ্যাঁ"বলেছিল।' ২০০৭ সালের সেই মুহূর্ত নিয়ে ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়া বলেছিলেন এভাবে, 'সেই সময় যোধা আকবর ছবির শুটিং চলছিল। আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নিউইয়র্ক থেকে ফিরে বাকি থাকা গানের শুটে যোগ দিলাম। "খাজা মেরে খাজা" গানের শুটিং। আশুতোষ (ছবির পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকড়) বলল, "আরে, তোমার নাকি বাগদান হয়ে গেছে।" আমি তো চুপ। হৃতিক এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার বউয়ের সাজের সেই অনুভূতি গানের সঙ্গে ক্যামেরায় ধরা পড়ল। পর্দায় যেটা দেখা গেল, সেটা অভিনয় নয়, আসল। আমার ভেতরকার সত্যিকারের অনুভব।'২০১১ সালে এই দম্পতি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। বিয়ের পর বলিউডের চেয়ে সংসারই বেশি গুরুত্ব পায় এই বিশ্বসুন্দরীর কাছে। এর ফাঁকে ফাঁকেও কিছু ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে আগের মতো জ্বলে উঠতে পারেননি।

২০০৭ সালে মুম্বাইয়ে বচ্চনবাড়িতে অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার ভেতর দুই পরিবার, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের। এই বিয়ে গণমাধ্যমের কাছে 'রাজকীয় বিয়ে' উপাধি পেয়ে বলিউডের ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়।

অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার বিয়ে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি গণমাধ্যমে। তবে অভিষেক বলেন, ২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির সেটে তিনি ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়েন। ঠিক করেন, এই নারীর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাবেন। তাই বিয়ের পর ফিল্ম কোম্পানিয়নকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঐশ্বরিয়া আমার জীবনের সেরা অর্জন।' অবশ্য আরাধ্য জন্মের পর এই বিবৃতি বদলে গেছে। তিনি বলেছেন, তাঁদের দুজনেরই চোখের মণি এখন এই কন্যা।

তাঁদের গোপন বিয়ে থাকেনি গোপন

বিয়ে করে চুপিচুপি সংসার করছেন, অথচ জিজ্ঞেস করলেই একবাক্যে বলে দিতেন, 'কই, না তো। আমরা তো এখনো বিয়ে করিনি।' কেউ আবার চুপিসারে বিয়ে সেরে ফেলতে চাইলেও পারেননি। কেউবা চুটিয়ে প্রেম করছেন, শুধু বলতেন, 'আমরা দুজন শুধুই বন্ধু।' এমন ঘটনা দেশের বিনোদন অঙ্গনে হরহামেশাই ঘটে।

বাংলাদেশের বিনোদন অঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ঘটেছে শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের জীবনে। বিয়ে করে বছরের পর বছর সংসার করেছেন। যখনই জিজ্ঞেস করা হতো, দুজনেই এড়িয়ে যেতেন। তবে সন্তান জন্মের পর সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। টেলিভিশন চ্যানেলের সরাসরি অনুষ্ঠানে সন্তান নিয়ে হাজির হলেই বিয়ের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। আর তখনই শাকিবের সঙ্গে বিয়ে ও সংসার গোপনের সব কথা বলেন। বিয়ের বিষয়টি যত দিন গোপন ছিল তত দিন ভালোই ছিল বলে চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট লোকজনের মত। যখনই বিষয়টি সামনে আসে, দুজনের সম্পর্কে চিড় ধরে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। তবে শুধু সন্তানের কথা বিবেচনা করে সংসার টিকিয়ে রাখার চিন্তা করলেও একটা সময় দুজনের পথ দুদিকে বেঁকে যায়। তাঁরা এখন দুদিকে বসবাস করছেন। বর্তমানে তাঁদের পুত্রসন্তানটি অপু বিশ্বাসের কাছেই আছে।

সম্প্রতি আলোচিত নায়িকা পরীমনিও তাঁর বিয়ের কাজটি গোপনেই সেরে নেন। এরপর ফেসবুকে বিয়ের খবরটি জানান তিনি নিজে। তাঁর বর কামরুজ্জামান রনি ছোট পর্দার নির্মাতা। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময়ের ১০ মার্চ রাতে রাজারবাগ কাজি অফিসে লুকিয়ে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের ৮ দিন পর পরীমনি তাঁদের বিয়ের খবরটি জানিয়ে দেন। অভিনেত্রী ও নির্মাতা হৃদি হকের '১৯৭১: সেই সব দিন' ছবির কাজ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয় তাঁদের। একপর্যায়ে রনিই বিয়ের প্রস্তাব দেন পরীকে। মনে মনে রনির প্রতি দুর্বল পরী সেই প্রস্তাব এড়াতে পারেননি। লুকিয়ে বিয়ের কারণ প্রসঙ্গে পরীমনি বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ বিয়ের ব্যাপারটা জানে না। পালিয়ে বিয়ে করার মজাটা নিতে চেয়েছিলাম। সময় নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব।'

২০০৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মডেল ও চিত্রনায়ক মামনুন ইমন বিয়ে করেন আয়েশা ইসলামকে। বিয়ের পর দিব্যি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সংসার করে গেলেও মুখ ফুটেও কাউকে বলেননি। সাংবাদিক কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষীদের

কেউ জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে যেতেন। অবশেষে বিয়ের সাত বছর পর বিয়ের খবরটি জানান ইমন। ইমনের সংসারে তত দিনে দুই সন্তান সামিন ও শায়ান স্কুলে যাওয়া শুরু করে। বিয়ের ব্যাপারটি গোপন করা প্রসঙ্গে ইমন বলেন, 'ওই সময়টায় আমি সবে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেছি। চলচ্চিত্রজগতের কিছু মানুষ আমাকে বিয়ের খবর প্রকাশ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিজের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কায় আমিও তখন এ বিষয় আর প্রকাশ করিনি। এ ছাড়া আয়শা নিজেও পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ও নিজেও বিয়ের খবরটি প্রকাশ করার পক্ষে ছিল না।'

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম এবং অভিনয় ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান দাম্পত্যজীবনের ৫৪ বছর পার করছেন। সেই শুরু থেকে তাঁরা ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন দারুণ সমন্বয় করে চলছেন। তারকাদের গোপনে বিয়ে করার বিষয়টিকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করেছেন লায়লা হাসান। তিনি বলেন, 'বিয়ে দুজন মানুষের একটি সুন্দর সম্পর্কের সূচনা। একটা সুন্দর সম্পর্ক কখনো গোপন কিংবা মিথ্যা দিয়ে শুরু হওয়া উচিত না। যে কারও বিয়ের খবর শুনলেই সবাই কিন্তু দোয়া করে, শুভকামনা জানায়। এটা ঠিক যে অনেকে ভাবেন, বিয়ের পর তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যাবে। আমি মনে করি, এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা। যার যোগ্যতা আছে, সে বিয়ের আগে কিংবা পরে, সব সময়ই ভালো করবে। বিয়ের পর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার বিষয়টি অজুহাত ছাড়া আর কিছু না।'

লায়লা হাসান আরও বলেন, 'নাচ, গান আর অভিনয়ের অনেকেই বিয়ের পর আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। আবার কেউ তো বিয়ের পর দর্শকের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। দেশের বাইরে তাকালে এমন ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখতে পাই। খুব বেশি পেছনে না, আমাদের অভিনয় ও গানের জগতে এখন যাঁরা দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিবাহিত। তাঁরা কিন্তু দর্শকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। একটা বন্ধন, একটা সুন্দর সম্পর্ক। আমার যদি জনপ্রিয়তা থাকে, যোগ্যতা থাকে, অভিনয় করতে পারি, গান গাইতে পারিতাহলে দর্শক আমাকে গ্রহণ করবে না কেন?'

হলিউডের সিনেমায় ঢাকার বুড়িগঙ্গা

প্রকাশিত হলো ক্রিস হেমসওর্থ অভিনীত নেটফ্লিক্সের ছবি এক্সট্র্যাকশন। ক্রিসকে দেখা গেছে মারকুটে কালোবাজারি ভাড়াটে আততায়ীর চরিত্রে। শুরুতে ছবির ওয়ার্কিং টাইটেল (প্রাথমিক নাম) রাখা হয় 'ঢাকা'। পরে সেটা পাল্টে হয় 'আউট অব দ্য ফায়ার', শেষে রাখা হয় 'এক্সট্রাকশন'। সেই ছবির ট্রেলার বেরোল ৭ এপ্রিল। ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে ২৪ এপ্রিল। ছবিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আছে। ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ডের সময় ড্রোনভিউয়ে দেখানো হয় বুড়িগঙ্গা নদী। এরপরেও কয়েকটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে ঢাকা শহরের প্রতিনিধিত্বকারী বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরের দৃশ্য। সিনেমার মূল গল্প বাংলাদেশের ঢাকা শহর নিয়ে। এতে দেখানো হবে, ভারতের মুম্বাইয়ের এক ডনের ছেলেকে অপহরণ করে বাংলাদেশের এক ডন। আর তাকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করা হয় দুর্ধর্ষ আততায়ী ক্রিস হেমসওর্থকে। মূলত ঢাকা আর মুম্বাইয়ের মাদক ব্যবসা নিয়ে দুই ডনের রেষারেষি থেকে ঘটনার সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে ট্রেলারটি সাড়া ফেলেছে দর্শকের মাঝে। ছবিটির সঙ্গে ঢাকা শহরের যোগ থাকায়, বাংলাদেশেও ছবিটি নিয়ে আগ্রহ প্রবল। তাছাড়া, এই ছবির ল্যাঙ্গুয়েজ কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের ওয়াহিদ ইবনে রেজা। এর আগে তিনি 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সিভিল ওয়ার' ও 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ছবির ভিজ্যুয়াল টিমেও কাজ করেছেন। এইচবিও চ্যানেলের সিরিজ 'গেম অব থ্রোনস', হলিউডের 'ফিউরিয়াস সেভেন', 'ফিফটি শেডস অব গ্রে' ও 'নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম: সিক্রেট অব দ্য টম্ব' ছবির ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস টিমেও ছিলেন তিনি। ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসে ওয়াহিদের কাজ করা মুভি 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ২০১৭ সালে অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিল। কাজ করছেন 'দ্য অ্যাংরি বার্ডস টু' ছবিতেও।

ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ড ও ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডে বুড়িগঙ্গা নদী ও এর তীরের দৃশ্য দেখা যায়। কাকতালীয় ব্যাপার

হলো, ১ মিনিট ২০ সেকেন্ডে জানানো হয়, শহরটি লকডাউন হয়ে আছে। আর ট্রেইলারের নীচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, "হোয়্যাট আ কো-ইন্সিডেন্স! শহরটা আসলেই লকডাউনে।"

বুড়িগঙ্গার দৃশ্যগুলোর শুটিংয়ে ছবির একটি ইউনিট এসেছিল। অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার অন্ধকার জগতকে ঘিরে অ্যাকশনে ভরপুর ছবিটির বাকি দৃশ্যধারণ হয়েছে ভারতের মুম্বাই ও আহমেদাবাদে। শুটিং ভারতে হলেও সেখানকার সেট তৈরি হয়েছে ঢাকা শহরের আদলে। যেখানে দেখা গেছে ঢাকার রিকশা, সিএনজি, বাস-ট্রাক, প্রাইভেটকার প্রভৃতি। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স প্রকাশ করেছে এক্সট্রাকশনের কয়েকটি স্থিরচিত্র। তার একটিতে দেখা গেছে, সরু গলিতে ঘেমেনেয়ে একাকার ক্রিস হেঁটে যাচ্ছেন।

তাঁর পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছেন সালোয়ার-কামিজ পরা তরুণীরা। এ ছাড়া ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভও কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে দেন। সেখানে দেখা যায়, তিনি ক্রিসকে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ক্রিসকে দেখা গেছে। ভারতে শুটিংয়ের সময়ের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, ২৪ এপ্রিল থেকে চলচ্চিত্রটি দেখা যাবে তাদের স্ট্রিমিং সাইটে। 'এক্সট্র্যাকশন'-এর গল্প ঢাকা শহরে ঘটা একটি অপহরণ নিয়ে। এক প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মাফিয়া সম্রাটের ছেলে অপহৃত হয়। সেই ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য ভাড়া করা হয় ক্রিস হেমসওর্থকে। সিনেমায় দেখা যাবে, উদ্ধারকাজের জন্যই ক্রিস ঢাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে সিনেমায় দেখানো 'ঢাকা' আদতে ছিল ভারত ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্টুডিওতে তৈরি কৃত্রিম ঢাকা। ওই দুই দেশে ঢাকার আবহে সেট বানিয়ে ছবিটির শুটিং করা হয়েছে।

ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। এর আগে স্যাম 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' ও 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' ছবিতে ক্রিসের স্টান্ট-ডাবল হিসেবে কাজ করেছেন। 'থর'খ্যাত অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পাশাপাশি এই ছবিতে আছেন ইরানি অভিনয়শিল্পী গোলশিফতা ফারাহানি, হলিউডের ডেভিড হারবার, ডেরেক লু, বলিউডের পঙ্কজ ত্রিপাঠি, রণদীপ হুদাসহ অনেকে।

টিকিটের টাকা ফেরত দিয়েছে বন জোভি

করোনাভাইরাসের এই মহামারিতে নগদ টাকা হাতে থাকা দরকার। ভক্তরা যাতে কেনাকাটা ও জরুরি বিল পরিশোধ করতে পারেন, সে জন্য কনসার্টের টিকিটের টাকা ফেরত দিচ্ছে জনপ্রিয় মার্কিণ গানের দল বন জোভি। সে জন্য গ্রীষ্মের কনসার্টটি বাতিল করেছে তারা।

মে মাসে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল বন জোভির নতুন গানের অ্যালবাম "বন জোভি ২০২০।" সেই মোতাবেক অ্যালবামের প্রচারণার জন্য সংগীত সফর শুরু হওয়ার কথা জুন মাসে। জুনের ১০ তারিখে ওয়াশিংটন থেকে শুরু হয়ে কনসার্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল জুলাইয়ের ২৮ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। ভক্তরা আগাম এসব কনসার্টের টিকিট কিনে নয়তো বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে কনসার্টগুলো স্থগিত না করে বাতিল করে দিয়েছে বন জোভি।

রোলিং স্টোনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বন জোভি জানিয়েছে, এই কঠিন সময়ে আমরা সব সময় ভক্তদের সঙ্গে আছি, তারাও সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিল। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেলে আমরা আবারও একত্র হবো। আমরা সব সময় আমাদের খবর জানাব সবাইকে।

বন জোভির এ কনসার্টটি ছিল অনেক দিক থেকেই বিশেষ। এ কনসার্টে দলটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল খ্যাতিমান গায়ক ব্র্যায়ান অ্যাডামসের।

যদিও করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হওয়ার পর অনেক টিকিট বিক্রেতা কনসার্টের টিকিট ফেরত নিতে চাইছিল না। কিন্তু বন জোভির আহ্বানের পর সবগুলো বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই টিকিটের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তবে কনসার্ট না হলেও গত সপ্তাহে ভক্তদের জন্য একটি নতুন গান প্রকাশ করেছে বন জোভি। "ডু হোয়াট ইউ ক্যান" শিরোনামে সেই গানটি শোনা যাবে জন বন জোভির ইনস্টাগ্রামে গেলেই।

করোনার দিনে কেবল টিকিটের অগ্রিম টাকা ফেরত দিয়েই বিরাট ভূমিকা রাখল বন জোভি? এ রকম প্রশ্ন যাদের মনে আসবে, তাদের জানতে হবে আরও একটি তথ্য। বন জোভি ব্যান্ডের দলনেতা জন বন জোভির আছে একটি রেস্তোরাঁ। অভুক্তরা সেখানে খেতে পারেন বিনামূল্যে। যারা টাকা দিয়ে খেতে পারেন, তারা সেখানে অভুক্তদের জন্য টাকা রেখে যান, সেই টাকায় খাওয়ানো হয় ক্ষুধার্তদের। এই করোনাকালে সপ্তাহে ৫ দিন সেই রেস্তোরাঁয় শ্রম দিচ্ছেন শিল্পী নিজে। রেড ব্যাংক অঞ্চলে জেবিজে সোল কিচেন থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে।

গত ডিসেম্বরেও এক জরিপে দশক সেরা গানের দল নির্বাচিত হয়েছে বন জোভি। আর সেই জরিপে বিবেচনায় আনা হয়েছিল তাদের বার্ষিক কনসার্ট টিকিট বিক্রি থেকে আয়কে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কনসার্ট বিক্রি থেকে তাদের আয় ছিল ৮শ ৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মঙ্গলবার হলিক্রস স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার বোবি জন সিএসসি ও সহকারী প্রিন্সিপাল ফাদার অগি পল সিএসসি দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

মৌসম ভবনে করোনায় মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ১০ কর্মচারীকে হোম কোয়ারান্টিনে থাকার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : নয়াদিল্লির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র মৌসম ভবনের এক কর্মী করোনা সংক্রমণে মারা গিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। মাল্টি-টাস্কিং স্টাফ হিসাবে কর্মরত আবহাওয়া দপ্তরের ওই য কর্মচারী ১৭ এপ্রিল সাফদারজং হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনা জানাজানি হয়েই মৌসম ভবনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের অনেক কর্মচারীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তারপরেই মঙ্গলবার গোটা ভবনকে স্যানিটাইজেশনও করা হয়। মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ১০ জন কর্মচারীকে তাদের হোম কোয়ারান্টিনে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে গত কয়েক দিন ধরে করোনার সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে মোদী এবং কেজরিওয়াল সরকার বেশ চিন্তায় বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, লোকসভা সচিবালয়ে কর্মরত এক কর্মীর লালারসের নমুনা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে করোনা ভাইরাস। সচিবালয়ের হাউস কিপিং দফতরে ওই কর্মী কাজ করেন। তিনি এখন দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রপতি ভবন ক্যাম্পাসে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। সেখানে বসবাসকারী এক কর্মীর আত্মীয়ের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্তের পরিবারসহ ক্যাম্পাসে বসবাসকারী ১২৫টি পরিবারকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে।

কাছাড়ে মাছ পালন ও প্রজনন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি

শিলচর (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড় জেলার মৎস্য সংরক্ষণের জন্য থাইল্যান্ড মাগুর, বিগ হেড, জাতীয় বিদেশি মাছসমূহ প্রজনন বা পালন করতে বারণ করা হয়েছে। কাছাড়ের জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক জানিয়েছেন, চাষিরা যদি থাইল্যান্ড মাগুর, বিগ হেড, জাতীয় বিদেশি মাছসমূহ প্রজনন বা পালন করেন তবে এর কুফল ভবিষ্যতে ভুগতে হবে।

মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, এই সব জাতীয় মাছ প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রবেশ করলে স্থানীয় মাছ লুপ্ত পেতে পারে। মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মৎস্য আইন মেনে চলতে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে মৎস্য চাষিদের কিছু নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকাগুলি ১ এপ্রিল থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ৭ থেকে ১৪ সেন্টিমিটারের কম বর্গের জাল, মহাজাল ইত্যাদি দিয়ে কোনও ঘোষিত মৎস্য মহলে ব্যবহার করা নিষেধ। এক থেকে দুই সেন্টিমিটার বর্গের যে কোনও মশারি জাল বছরের যে কোনও সময়ই ব্যবহার করা নিষেধ। এছাড়া ১ এপ্রিল থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত মাছের প্রজনন ঋতুর সময়। এই সময়কালে রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, ঘনিয়া, কালিয়ারা জাতীয় মাছের ডিম বা শুক্রযুক্ত মাছ মৎস্য মহালে ধরায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এভাবে ১ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ওই সব মাছ ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের কম পোনা খাবার বা বিক্রির জন্য নিষেধ। এগুলি শুধুমাত্র মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য হতে পারে। ওই দৈর্ঘ্যের মাছ জালে ধরা পড়লে জ্যান্ত অবস্থায় মৎস্য মহালে ছাড়তে হবে অথবা মৎস্য দফতরে সময় সময় যোগান দিতে হবে। ১ মে থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত কোনও নদী বিল বা মৎস্য মহালে সাত বর্গ সেন্টিমিটারের কোনও মাছ বাঁশের তৈরি সরঞ্জাম দিয়ে ধরা নিষেধ।

তিনি জানান, এই আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মৎস্য আইন ১৮৯৭ ইংরেজির এক ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার তথা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। তাই সকল মৎস চাষিদের এই নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন কাছাড়ের জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক।

সময়ের চাহিদা মেনে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমাক সরকার, আর্জি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমে গেলেও তার সুফল থেকে বঞ্চিত ভারতবাসী বলে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। বিশ্ববাজারে পেট্রোল, ডিজেলের দাম কমার ফলে যে ফায়দা কেন্দ্রীয় সরকার তুলছে তার সুফল দেশবাসীর পাওয়া উচিত বলে মনে করে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি।

মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অপ্রত্যাশিত ও ঐতিহাসিক ভাবে কমে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অপরিশোধিত তেল কিনছেন না বলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।এই তেল মজুত করার ক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা হতে পারে কিন্তু উৎপাদন কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই দাম কমার এটি অন্যতম কারণ। ইরান থেকে তেল নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখন সে তেল নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ার পর ভারত সরকার কেন তেল কিনতে চাইছে না। ভারতে তেল মজুত করার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে।

কংগ্রেসের মুখপাত্র আরও বলেন, বিগত ছয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন শুল্ক ১২ বার বাড়িয়েছেন। এতে ২০ লক্ষ কোটি টাকা লাভ হয়েছে সরকারের। এই লভ্যাংশ সাধারণ মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এখন মুনাফা করার সময় নয়। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময় এটি। সময়ের চাহিদা মেনে সরকারের উচিত পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের দাম কমিয়ে দেওয়া। খাদ্যশস্য দিয়ে স্যানিটাইজার তৈরি করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সরকার বড়ই নির্মম রসিকতা করছে। খাবার না পেয়ে নাজেহাল যখন মানুষ। তখন সেই খাদ্যশস্য দিয়েই স্যানিটাইজার তৈরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

২০টি বিমানে করোনা সংক্রান্ত মেডিক্যাল সামগ্রী ভারতে পাঠাবে চিন

বেজিং, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : আরও ২০টি বিমানে চিন থেকে করোনা সংক্রান্ত মেডিক্যাল সামগ্রী আসবে ভারতে। এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক। আগেই করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় চিন থেকে ২৪টি বিমানে করে টেস্ট কিট, পিপিই পাঠানো হয়েছিল ভারতে।

জানা গিয়েছে, এই সপ্তাহে ২১ থেকে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে মেডিক্যাল সামগ্রী নিয়ে ভারতে আসার কথা এই বিমানগুলির। চিনের অসামরিক বিমান মন্ত্রকের তরফে সে কথাই জানানো হয়েছে। এই সাহায্য ভারত ও চিন দু'দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করবে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও চিন একসঙ্গে রয়েছে।"

গত ৪ এপ্রিল থেকে ইতিমধ্যেই চিনের সাংহাই, গুয়াংঝু, শেনঝেন, শিয়ান ও হংকং থেকে ২৪ টি বিমানে করে প্রায় ৩৯০ টন মেডিক্যাল সামগ্রী ভারতে পাঠানো হয়েছে। এই সামগ্রীর মধ্যে আরটি-পিসিআর টেস্ট কিট, র‍্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট।

করোনা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আমলাতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে যেভাবে দেশের আমলাতন্ত্র কাজ করে চলেছে তার প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।জাতীয় সিভিল সেবা দিবস উপলক্ষে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জাতীয় সিভিল সেবা দিবসে প্রাক্তন ও বর্তমান সহ সমস্ত সিভিল সেবকদের ও তাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই।

জনকল্যাণমুখী নীতিগুলোকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারা। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে নিজেদের সাহস, সেবা ও সংকল্প দেখিয়েছে সিভিল সেবকেরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, সিভিল সেবা দিবস উপলক্ষে সকল সিভিল সেবক ও তাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই। করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে তাতে উল্লেখ জনক ভূমিকা নিয়েছেন সিভিল সেবকেরা। ২৪ ঘন্টা তারা কাজ করে চলেছেন। আর্তের পাশে দাঁড়ানোর ছাড়াও সকল দেশবাসী যাতে সুস্থ থাকে তা নিশ্চিত করতে নিরন্তন কাজ করে চলেছে তারা। দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

১৪ নয়, ২৯ এপ্রিলই উন্মুক্ত হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা

রুদ্রপ্রয়াগ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): কেদারনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিথি বদল হচ্ছে না। ১৪ এপ্রিল নয়, আগামী ২৯ এপ্রিল সকাল ৬.১০ মিনিটে উন্মুক্ত হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকবেন রাওয়াল।

মঙ্গলবার কেদারনাথের বেদপাঠি, ছয়ের পাতায়

পালঘর কাণ্ডে উদ্বিগ্ন সাধ্বী ঋতম্ভরা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): পাল ঘরে সাধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন বাৎসল্য গ্রামের প্রধান সাধ্বী ঋতম্ভরা। রোনার বিরুদ্ধে সারা দেশের পুলিশ সততার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু পালঘরে যা হয়েছে। তাতে খাকি পোশাককে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃন্দাবনের বাৎসল্য গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দিদি মা সাধ্বী ঋতম্ভরা এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে মিলিজুলি সরকার থাকলেও। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসে আছেন শিবসেনা প্রমুখ উদ্ধব ঠাকরে। গেরুয়াকে সর্বদা নিজের অহংকার, আত্মমর্যাদার প্রতীক মেনে চলেছিলেন বাল ঠাকরে। তারই সুপুত্র উদ্ধব ঠাকরের মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকাকালীন এমন নারকীয় হত্যাকাণ্ড হওয়াটা বড়ই বেদনা।

সাধ্বী ঋতম্ভরার দাবি তিনি নিজের জীবদ্দশায় এমন নারকীয় ঘটনা এর আগে কোনওদিন দেখেননি। এক প্রয়াত সাধুর শেষকৃত্যে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন জুনা আখড়ার দুই সাধু সুশীল গিরি এবং কল্পবৃক্ষ গিরি। ওই দুই সাধুকে পুলিশের সামনে কয়েকশো অমানুষ জনতার ভিড় পিটিয়ে হত্যা করল। কেন উন্মত্ত জনতাকে আটকানোর কোনও চেষ্টাই করল না পুলিশ। ঘটনাস্থলে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ যদি নিজের পিস্তল থেকে শূন্যে ২ থেকে ৪ রাউন্ড গুলি ছুড়ত তবে ওই ভিড় শান্ত হয়ে যেত। ভারতে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আদিবাসীদের কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু সতর্ক করে দিই এই দেশ গেরুয়াধারীদের। এখানে লাল সালাম দেওয়া যাবে না। সাধুদের দেশে সাধুকে হত্যা এমনই এক দন্ডনীয় অপরাধ। যা ক্ষমা করা যায় না।

পালঘর কাণ্ডে চিন্তিত রামদাস আঠওয়ালে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুই সাধুকে হত্যা করার ঘটনা যথেষ্ট চিন্তার বিষয় বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে। এই ঘটনায় মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের উচিত দ্রুততার সঙ্গে দোষীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো বলে দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার রামদাস আঠওয়ালে জানিয়েছেন, পালঘরে যেভাবে দুই সাধুকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাতে মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। এর আগে ধুলিয়াতেও একই ঘটনা ঘটেছিল।ধুলিয়ার সাকরির রাইনপাড়া এলাকায় চোর ভেবে উন্মত্ত জনতার ভিড় নাথপন্থী সমাজের চার সদস্যকে পিটিয়ে মারে। এই ঘটনায় মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয়। এরকম ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। সেই জন্য সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে। গুজব থেকে এই ধরনের ঘটনার উৎপত্তি। গুজব বন্ধ করতে হবে।

পুলিশকে পানীয় জল দিয়ে সাহায্য করছে রেল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় রেলকে পাশে পেল দিল্লি পুলিশ। মারণ এই ব্যাধি মোকাবিলা করার জন্য গোটা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউন সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে রাজধানী দিল্লির বুকে কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন দিল্লির পুলিশ কর্মীরা। রাজধানীর রাজপথে কর্তব্যরত দিল্লি পুলিশের কর্মীদের প্রতিদিন ১০ হাজার জলের বোতল সরবরাহ করে চলেছে রেল দফতর। বিগত পাঁচ দিনে ৫০ হাজার জলের বোতল পুলিশ কর্মীদের মধ্যে সরবরাহ করেছে রেল। ৩ মে পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাবে রেল।মঙ্গলবার রেলমন্ত্রকের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে ভারতীয় রেলের বিভিন্ন বিভাগ যেরকম আইআরসিটিসি, আরপিএফ, জোনাল রেলওয়ে সহ একাধিক বিভাগ করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে গ্রীষ্মকাল পড়ে গিয়েছে। ফলে রাজপথে দাঁড়িয়ে কড়া রোদের মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে দিল্লি পুলিশ কর্মীদের। নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তারা পানীয় জলের অভাবে ভুগছে তারা। সেই অভাব দূর করার জন্যই রেল এই প্রয়াস গ্রহণ করেছে। ১৬ এপ্রিল থেকে পুলিশকর্মীদের মধ্যে প্রতিদিন ১০ হাজার জলের বোতল সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিটা বোতলে এক লিটার করে জল রয়েছে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে দরিদ্র পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিলেন মিশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের মানুষ নিজ দেশে থেকেও পরবাসী। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় পড়ে এঁদেরকে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে অসহ্য জীবনযন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। বর্তমানে লকডাউনের ফলে এঁদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করা দুর্বিষহ পড়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দাদের নিজের দেশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সীমান্তবর্তী গেট লকডাউনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। এতে দেশের ভূখণ্ডে বাস করেও স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনাহারে অসহায়ের মতো দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন হতদরিদ্র জনগণ। বাস্তবে বলতে গেলে গোবিন্দপুর গ্রামের জনগণ রীতিমতো খাঁচাবন্দি হয়ে আছেন।

একদিকে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের বিডিআরের চোখ রাঙানি, আর অন্যদিকে বিএসএফের কড়া প্রহরা, এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কাঁটাতারের বাইরে থাকা গোবিন্দপুর গ্রামের জনগণ হাঁসফাঁস করছেন। ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী সুতারকান্দি এলাকায় কাঁটাতারের বাইরে থাকা গোবিন্দপুর গ্রামের জনগণের দুর্দিনে পাশে দাঁড়ালেন এআইডিসির চেয়ারম্যান তথা উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস। গ্রামের প্রায় ৫০টি অসহায় পরিবারের মধ্যে অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করলেন মিশন রঞ্জন দাস। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অনুমতি নিয়ে ট্রাক ভর্তি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে মিশন দাস সোজা চলে যান সীমান্তের ওপারে কাঁটাতারের বাইরে থাকা গোবিন্দপুরের মানুষের কাছে।

বিএসএফের সহযোগে চাল ডাল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী প্রায় ৫০টি পরিবারের মধ্যে বণ্টন করেন মিশনবাবু। প্রাক্তন বিধায়ককে কাছে পেয়ে অসহায় গ্রামবাসীরা তাঁদের জীবন যন্ত্রণার হৃদয়বিদারক কাহিনির কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এঁদের জীবন যন্ত্রণা অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। দিন মজুরের কাজ হারিয়ে চোখের সামনে স্ত্রী পুত্র কন্যার অনাহারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে অসহায় পিতার। মিশন বাবুকে সামনে পেয়ে তাঁরা যেন এক নবজীবন ফিরে পান। একপ্রকার বন্দিদশায় জীবন অতিবাহিত করা জনগণের শারীরিক ভাষায় এমনটাই পরিলক্ষিত হয়েছে।

করোনার সংক্রমণ এড়াতে সিল দিল্লি ও গাজিয়াবাদের সীমান্ত বাড়ছে ট্র্যাফিক জ্যাম

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে সিল করে দেওয়া হয়েছে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের সীমান্ত। দুই রাজ্যের সীমান্ত সিল করে দেওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই প্রধান হাইওয়েতে দেখা গেল বিরাট ট্র্যাফিক জ্যাম।

দিল্লি থেকে আগত ছ"জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর গাজিয়াবাদের জেলাশাসক অজয়শঙ্কর পাণ্ডে সোমবারই নির্দেশ দেন সীমান্ত দিয়ে কোনও রকমের চলাচল বন্ধ করার। জাতীয় বিপর্যয় আইন ২০০৫ অনুসারে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক পণ্য পরিবহণকারী গাড়িকেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু অত্যাবশ্যক পণসরবরাহকারী যানবাহন ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনকেই চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই জ্যাম ক্রমশই বড় হচ্ছে। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ির সারি। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আরও ৭৮ জন দিল্লিতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২,০৮১।

মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত তিনজন চিকিৎসক

পুনে, ২১ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় ভয়াবহ অবস্থা মহারাষ্ট্রে।মারণ রোগ থেকে ছাড় নেই চিকিৎসকদেরও। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শহর পুনের রুবি হাসপাতালের তিনজন চিকিৎসক, ১৭ নার্স এবং পাঁচ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আক্রান্তদের প্রত্যেকেরই চিকিৎসা চলছে।

মঙ্গলবার হাসপাতালের তরফে বোমি ভোট জানিয়েছেন, হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মী সহ এক হাজার জনের করোনার পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিন এর রিপোর্ট আসে।রিপোর্টে হাসপাতালের তিনজন চিকিৎসক, ১৭ জন নার্স, পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে করোনা পজিটিভ মিলেছে। ফলে এদের প্রত্যেককে কোয়ারেন্টাইন রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠান হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মুম্বইয়ের পর করোনা সবথেকে বেশি আক্রান্ত পুনেতে। এখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫৬।

করিমগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তগ্রামে আসাম রাইফেলসের খাদ্য বিলি

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি যে কোনও বিপর্যয়ে আমজনতার সাহায্য সহযোগিতায় সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে আধা সেনাবাহিনী আসাম রাইফেলস। বর্তমানে করোনা মোকাবিলায়ও পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষের সাহায্যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। আসাম রাইফেলসের ২১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী মেধলিছড়া গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে জওয়ানরা নিজেদের তৈরি করা খাবার প্যাকেটিং করে অসহায় লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। সেই সঙ্গে জওয়ানরা তাঁদের হাতে তৈরি মাস্কও সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন। জনগণের দুর্যোগের সময়ে তাঁদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হল মানব সেবার প্রকৃত উদাহরণ। তাই সেবামূলক মনোভাব নিয়ে মানবসেবায় নিয়োজিত রাখার মতো মহান কাজে শামিল হতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন মেধলিছড়ায় অবস্থিত আসাম রাইফেলসের ২১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। আগামী দিনেও এভাবে সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন আধাসেনা বাহিনী আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা।

চাল দিয়ে তৈরি স্যানিটাইজার! নিন্দায় সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): খাদ্যশস্য থেকে স্যানিটাইজার তৈরির সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, লকডাউনের জেরে গরিবেরা ঠিকমতো করে খেতে পারছে না। এমন সময় খাদ্যশস্য দিয়ে স্যানিটাইজার তৈরীর কথা বলছে সরকার। আর কতদিন দেশের গরিবদের চেতনা নিদ্রিত হয়ে থাকবে। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য আওয়াজ তোলার সময় হয়েছে তাদের বলে মনে করেন ওয়ানাডের এই সাংসদ।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লেখেন, ভারতের গরিবরা কবে জাগবে। সরকার অভুক্ত মানুষদের চাল না দিয়ে তার থেকে স্যানিটাইজার বানিয়ে বড়লোকদের হাত ধোয়ার কাজ করে যাচ্ছে।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় একটি খবরের লিংকও শেয়ার করেন রাহুল গান্ধী। সেখানে লেখা রয়েছে যে গুদাম ঘরে থাকা বাড়তি চাল দিয়ে স্যানিটাইজার তৈরীর জরুরি উপাদান ইথানল তৈরি করা হবে। স্যানিটাইজার তৈরি অন্যতম প্রধান উ পাদান হল এই ইথানাল। সরকারের এই পদক্ষেপের এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে অভুক্তদের খাওয়ানোটা তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছে না। বড়লোকেরা যাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পায়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন।

ইন্দোরে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হল পুলিশ অফিসারের

ভোপাল, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক পুলিশ অফিসারের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ ইনস্পেকটর মধ্যেপ্রদেশে উজ্জয়নের একটি থানায় নিযুক্ত ছিলেন। ওই ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায়ও ভুগছিলেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ১০ দিন আগে তাঁকে ইন্দোরের একটি ছয়ের পাতায়

লকডাউনে বাড়িতে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী দেখেন চিকিৎসক অরূপ রায় বর্মণ। বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

নেই দুই হাত, নিরন্ন মানুষের হাতে খাবার তুলে দিলেন সিউড়ির জগন্নাথ

সিউড়ি (বীরভূম), ২১ এপ্রিল (হি.স.): হাত দিয়ে সে ত্রাণ বিলি করতে পারে না। তাতে কি হয়েছে। মুখে করে চাল ডালের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে সে। কারন সে যে জগন্নাথ! দুটো হাতই নেই। মা পরিচারিকার কাজ করে। চরম দারিদ্রতার সঙ্গে তার পড়াশুনা। নিজের পড়াশোনার জন্য বাড়িতে বসে টিউশন পড়ায় পাড়ার ছোটদের। পা দিয়ে বোর্ডে লিখে পড়ায় সে। সেই টিউশন পড়িয়ে যে টাকা জমেছিল, তা দিয়েই চাল, ডাল কিনে লকডাউনের মাঝে নিরন্ন মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখে করে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে জগন্নাথ! প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও মানুষের পাশে বীরভূমের সিউড়ি মহকুমার হাটজনবাজারের বাসিন্দা জগন্নাথ মাহারা।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে যে লাগে শুধুই মানসিকতা, প্রতিবন্ধকতা কোনও দিনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তার নজির জগন্নাথ মাহারা। দরিদ্র পরিবারের সন্তান জগন্নাথ। ছোট থেকেই নেই দুটি হাত, কিন্তু সেই বাধাকে কোনও দিন বাধা হিসেবে মেনে নেয়নি ছেলেটা। চরম দারিদ্রতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বড় হয়েছে সে। মা ছায়া মাহারা পরিচারিকার কাজ করেন। জগন্নাথ এখন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কিন্তু যে পা নিয়ে চলাফেরা করে সেই পায়ের আঙুলে কলম ধরে লিখে পরীক্ষা দেয় জগন্নাথ। মাঝে মাঝে পায়ের আঙুলে খুব ব্যাথা ও হয়। তবুও হাল ছাড়ে নি সে। পড়াশুনার খরচ চালাতে নিজে কিছু টিউশন পড়ায়।

করোনাভাইরাসের কারণে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এমতাবস্থায় রাস্তার পাশে না খেয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে বহু মানুষ। তাদেরকে দেখে ঠিক থাকতে পারেননি জগন্নাথ। টিউশন পড়িয়ে যেটুকু উপার্জন হয় সেই সমস্ত টাকা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে জগন্নাথ। আর তার এই মানসিকতাকে দেখে পাশে দাঁড়িয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবী ও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তার এই কাজের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তারাও এখন সাধারণ দুঃস্থ মানুষদের খাদ্যসামগ্রী বিতরন করছে। সবার মত হাতে তুলে খাবার দিতে না পারলেও জগন্নাথ কিন্তু মুখে করেই চাল আলুর প্যাকেট তুলে দিচ্ছে দুস্থ দের। জগন্নাথের মা ছায়া মাহারা বলেন, 'আমাদের ঘরেই নুন আনতে পান্তা ফুরায। কিন্তু ছেলেটা ছোট থেকেই অন্যের কষ্ট দেখলে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এখন ও তাই করছে। ফুটপাতে লোক জন দের খাবার দিয়ে বেরাচছে। ওর এই ডাকে সারা দিয়েছে অনেকেই।'

বীরভূম স্নেহ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইতিমধ্যেই জগন্নাথের এই উদ্যোগে সরিক হয়েছে। তারা জগন্নাথ কে সব রকম সাহায্য করছে। যাতে প্রতিকূলতা কে জয় কে সে সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারে। জগন্নাথের সহযোগী শ্রী কান্ত ঘোষ বলেন,' আমরা এক সঙ্গে এই উদ্যোগে নেমেছি লকডাউনের দিন থেকেই। চেষ্টা করছি দুস্থ মানুষ দের পাশে থাকার।জগন্নাথ ছোট থেকেই শারিরীক অক্ষমতা সত্বেও পরোপোকারি। '

জগন্নাথ জানান, 'ছোট থেকেই চরম দারিদ্রতার মধ্যে মানুষ হয়েছি। আমার দুটি হাত নেই জন্ম থেকেই। টিউশন পরিয়ে যেটুকু আই হয় সেই টাকা দিয়ে রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা দুঃস্থ মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু মাঝ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমার আর্থিক দুরবস্থা। তখন আমার বন্ধু এবং সেচ্ছাসেবী সংস্থা বীরভূম স্নেহ কিছু কিছু করে খাদ্যসামগ্রী আমার হাতে তুলে দেয়। একসাথে সবাই মিলে সেই খাবার তুলে দিচ্ছি।'

পুলিশ অফিসারের

পাচের পাতার পর

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।পুলিশ সূত্রে খবর, উজ্জয়নের কনটেইনমেন্ট জোন আম্বার কলোনিতে কাজ করার সময় এই মারণ ভাইরাসের সংস্পর্শে আসেন ওই ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। প্রসঙ্গত, শনিবারও ইন্দোর পুলিশ স্টেশনের এক ইনস্পেকটর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। করোনায় প্রতিদিনই বেড়েই চলছে আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মঙ্গলবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৮৫। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ৭৪জনের।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রীয় দল কি করছে তা নিয়ে ধোঁয়াশায় আছি: সায়ন্তন বসু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.): রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল কি কাজ করছে বা কি করতে চাইছে সে বিষয়ে কিছুই জানে না বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। বরং কেন্দ্রীয় দল কি করছে তা নিয়ে রাজ্য বিজেপি ধোঁয়াশায় রয়েছে বলেই এদিন জানান তিনি।

এদিন বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও শিব প্রকাশের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি নেতারা ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় সাংসদ ও দলের সহ সভাপতি ডাক্তার সুভাষ সরকারকে। এরপরে এই দিন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু জানান, 'কেন্দ্রীয় দল কোথায় যাচ্ছেন, জানি না। কোনও কথা হয়নি। কেন্দ্রীয় দল আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে এসেছে। তবে কেন্দ্রীয় দল তাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করেনি বা তাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেনি। ওদের সাথে কোনও কথা হয়নি আমাদের। তাই কেন্দ্রীয় টিম কী করছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় আছি।' সায়ন্তন বাবু আরও জানান, ' আমরা চাইব, ওরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখুক। তারপর আমরা যা পেয়েছি বিভিন্ন হাসপাতালে ভিডিয়ো, কত মারা গিয়েছে, লকডাউন মানা হচ্ছে না, সেইসব ছবি-ভিডিয়ো ওই দলের কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর তারা দেখা করতে চাইলে আমরা যাব।'

প্রসঙ্গত, গতকাল রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের দুটি দল। এই দল দুটি রাজ্যের যে সাতটি জেলাকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই জেলাগুলিতে ঘুরে করোনা পরিস্থিতি দেখবেন বলে এসেছেন। তবে রাজ্যের তরফে আপত্তি জানিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে রাজ্যের সাথে আলোচনা না করে কেন্দ্র কি উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। এমনকি এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রত্যাঘাত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে এদিন সকালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদর দফতর গুরুসদয় দত্ত রোড থেকে একবার ১০ মিনিটের জন্য বেরিয়েও তারপর ফের ভিতরে ঢুকে যান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এরপরই সেখানে আসেন ডিসি এসএসডি দেবস্মিতা দাস। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই কলকাতা পুলিশের তৎপরতা আরও বাড়ে। শুরু হয় নাকা চেকিং। সেখানে দীর্ঘক্ষন বৈঠক চলে রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজিব সিনহার সঙ্গেও।

নিউ ইয়র্কের আজ কেন এই হাল বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের চোখে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার গ্রাসে নিউ ইয়র্কের অবস্থা দেখে শঙ্কিত, বিহ্বল ওই শহরে দীর্ঘকাল কাটিয়ে আসা বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার অলোক সরকার।

অলোকবাবুর মতে, "দু'দিন আগে হঠাৎ নিউইয়র্কের এক বন্ধুর কাছ থেকে ফোন পেলাম। উনিশ বছর নিউইয়র্কে ছিলাম, সেইসময় ওর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ওকে বন্ধু না বলে ছোট ভাই বলাই ভালো, কারণ ও আমার থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। আগেও বহুবার ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, কখনো ওর গলায় ভয় বা হতাশার আঁচ পাইনি। সেদিন মনে হল করোনার আক্রমণে ওরা সবাই বেশ আতঙ্কিত। বার বার বলছিল, অলোকদা, এত মানুষ কি ভাবে মারা যাচ্ছে সেটা কিছুতেই কেউ বুঝতে পারছে না। আমেরিকান জনতা, সরকার, বিজ্ঞানীরা, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। জনতা মেজাজ হারাচ্ছে; কাজ নেই, রোজগার নেই, সবাই ঘরে বন্দী, বেকারী ভাতা পাওয়া নিয়ে সংশয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ওদের কুরে কুরে খাচ্ছে। ট্রাম্প এবং চার্চের ধর্ম যাজকরা প্রথমদিকে আমেরিকানদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল।

আমি আমার বিশ্লেষণটা জানাচ্ছি। নিউইয়র্কের অবস্থা করুণ হবার কারণগুলো নিম্নরূপ - আমেরিকায় প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ মারা গেছেন, এবং সংখ্যাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মৃত মানুষের প্রায় অর্ধেক নিউইয়র্ক নিবাসী। কৃষ্ণাঙ্গ, সাউথ আমেরিকা থেকে আসা গরীব লোকেরা, গরীব চীনা, বাংলাদেশী, পাকিস্তানি, গরীব ভারতীয়রা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। এরা অনেকেই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি থেকে সস্তায় খাবার খায়। আরশোলা, ইঁদুর পরিবৃত অস্বাস্থ্যকর ফ্ল্যাটে থাকে। এদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা কোনটাই যথোপযুক্ত নয়। নিউইয়র্কের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ এই ধরনের। এরা ড্রাগ, ক্রাইম, টিন প্রেগনেন্সি, ডিপ্রেশন ইত্যাদিতে জর্জরিত। এদের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, এবং বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব রয়েছে, অতএব এদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম।

সুতরাং, এই রকম মানুষ দলে দলে মরবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা বাইরে থেকে আমেরিকান বড় বড় শহরগুলোকে সঠিক বুঝতে পারিনা। আমি নিউইয়র্কে বহুবছর ছিলাম, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপরোক্ত কথাগুলো লিখলাম, কাউকে আঘাত করা বা ছোট করার জন্য নয়।

এবার লকডাউনেও সিসিটিভির নজরদারি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : ভিড়কে দূরে সরাতে পুলিশের অস্ত্র হয়ে উঠতে চলেছে সিসিটিভি ক্যামেরা। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার কলকাতার অলিগলিতেও বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। যাতে তা দিয়ে এলাকার ভেতরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

কলকাতায় সিসিটিভি আগেই বসানো হয়েছে। একের পর এক নানা ঘটনার তদন্তে এখন সেই সব সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশেরও খুব কাজে লাগে। তবে পাড়ার অন্দরে সিসিটিভি সব জায়গায় বসানো নেই। এবার এই লকডাউনের পর্বে অলিগলিতেও নজরদারি বাড়াতে শহরে নতুন করে আরও সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ড্রোনের সাহায্যে কলকাতা পুলিশ বুঝতে পেরে গিয়েছে শহরের কোন কোন এলাকায় অলিগলির ভেতরে এই ধরনের জমায়েত এখনও হচ্ছে। এবার সেই সব এলাকাতেই বাড়তি সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই সিসিটিভি বসানোর কাজ। প্রথমদিন এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বউবাজার থানা এলাকার অলিগলি। জানা গিয়েছে সেখানে অতিরিক্ত ১২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যে এলাকায় আগে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না সেই এলাকাগুলিতেও বসছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

কেদারনাথ মন্দিরের দরজা

পাচের পাতার পর

পুরোহিত, হক-হকুকধারী এবং মন্দির কমিটির আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠক আয়োজিত হয়। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ২৯ এপ্রিল সকাল ৬.১০ মিনিটে উন্মুক্ত হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। অন্যদিকে, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হবে ১৫ এপ্রিল, এর আগে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার কথা ছিল ৩০ এপ্রিল।

চালু হল ফ্রি বাজার

তিনের পাতার পর

নানুরের পাপুড়ি গ্রামের মাদ্রাসার মাঠে এমন বাজার খুলেছেন তিনি। যেখান থেকে গ্রামের বাসিন্দারা তাদের চাহিদামত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে পারবেন। আর এই ফ্রি বাজার তৈরি করার মূলে রয়েছে আরও এক উদ্দেশ্য যা হলো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গ্রামের কোন বাসিন্দা যেন বাইরে না যান।ফ্রি বাজার তৈরি করে কাজল শেখ জানান, "এই বাজার বীরভূম জেলার বিভিন্ন সমাজসেবী মানুষের সহযোগিতায় চালানো হচ্ছে। যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন চলবে এই বাজার। প্রথম প্রথম আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছিল অনেক মানুষই রয়েছেন যাদের বাড়িতে খাবার নেই। অথচ তারা লজ্জায় খাবার নিতে পারছিলেন না। এরপরেই আমরা এরকম ফ্রি বাজার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। যাতে করে কাউকে লজ্জাতে যেন পড়তে না হয়, পাশাপাশি তার চাহিদাও যেন সম্পূর্ণ হয়।

মঙ্গলবার বিলোনিয়ার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ চৌধুরী দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

লোকসভার এক কর্মীর শরীরে পাওয়া গেল করোনার সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা সচিবালয়ের এক কর্মীর শরীরে পাওয়া গেল করোনা সংক্রমণ। বর্তমানে ওই কর্মী দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

লোকসভার ওয়েলফেয়ার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর কে পি বালিয়ান জানিয়েছেন, সোমবার রাতে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয় যে লোকসভার সচিবালয় এক কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এরপরে ওই কর্মীর পরিবারের ১১ জনের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই কর্মী।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ ছিল লোকসভার সচিবালয়ে কর্মরত ওই কর্মী। বুকে ব্যথা অনুভব করায় সে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তার ইসিজি ও যাবতীয় চিকিৎসা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। গত বৃহস্পতিবার মাথায় যন্ত্রণা ও জ্বর নিয়ে ফের হাসপাতালে দ্বারস্থ হন তিনি। তার লালা রসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষায় পাঠায় চিকিৎসকেরা। সেখানে তার শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলে।

এর আগে রাষ্ট্রপতি ভবনের সাফাই কর্মীর পরিবারের এক সদস্যের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত সোমবার থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে লোকসভার সচিবালয় কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ৩৩ শতাংশ কর্মী নিয়েই কাজ চলছে। সোমবার লোকসভার কাজ তদারক করতে আসেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

কোভিড-১৯ : বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ১৬৯, ৯৮৬, সংক্রমিত ২.৪ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে ততই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা-পরিস্থিতি। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যু-মিছিল। প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে একের পর এক সংখ্যার রেকর্ড। করোনাভাইরাসের হানায় পৃথিবীব্যাপী ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৬৯,৯৮৬-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ২.৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

২১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২.৪ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৬৯,৯৮৬। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮১, ২২৮, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২০০,২১০, আমেরিকায় ৭৮৪,৩২৬, ফ্রান্সে ১৫৬,৪৮০ এবং জার্মানিতে ১৪৭,০৬৫ জন।।

রাষ্ট্রপতি

● **প্রথম পাতার পর**

৭৪ জন, মহারাষ্ট্রে ২৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৬ জন, রাজস্থানে ২৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৭ জন, তেলেঙ্গানায় ২৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

বন্ধ

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার। তাঁর কথায়, পর্যায়ক্রমে নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে পুর নিগমের তরফে আজ নমুনা সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, পশ্চিম জেলায় বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের সাথে অন্যদেরও লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। অনেকের রিপোর্ট এসে পড়েছেউ আজ ২০ জনের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্ভবত রাতের মধ্যে কিংবা আগামীকাল রিপোর্ট চলে আসবে। সাথে তিনি জানান, শীঘ্রই রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

আবাসন তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাব সংস্কারে রাজ্য সরকার ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করেছে। সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। সাংবাদিক বিশ্বজিৎ শর্মার চিকিৎসার জন্য সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বিজ্ঞাপন বাবদ বরাদ্দ অর্থ আগের সরকারের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করেছে বলে বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা উল্লেখ করে জানান, এক্ষেত্রে ২০২০২-২১ অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মূল্য হার বৃদ্ধি করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

মৃত বেড়ে ৭৭

আটের পাতার পর

বেড়ে হল ৭৭।

গুজরাট স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাটে। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে গুজরাটে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৭ জন। সবমিলিয়ে গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০৬৬। গুজরাটে ইতিমধ্যেই করোনাকে পরাজিত করেছেন ১৩১ জন। মঙ্গলবার সকালে গুজরাটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বাস্থ্য) জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, নতুন করে মৃত ৬ জনের মধ্যে ৫ জন আহমেদাবাদে এবং একজন ভাবনগরে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা এবং দু''জন পুরুষ, প্রত্যেকের বয়স ৫০-৭২ বছরের মধ্যে।

মিডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মিডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের সাথে যুক্ত সর্বস্তরের কর্মীদের আর্থিকভাবে সাহায্যের এবং সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করে ওই দাবি জানানো হয়। সংগঠনের এক বিবৃতিতে বলা হয় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের যোগ্য নেতৃত্বে যে কর্মোদ্যোগ চলছে তার সাথে সংগঠন সম্পূর্ণভাবে সহমত পোষণ করে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের গরীব মানুষদের জন্য যে কর্মসূচি নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলে সংগঠনের অভিমত। সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে অনেক লোক কাজ করেন যারা আর্থিকভাবে আক্ষরিক অর্থেই অত্যন্ত দুঃস্থ। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ওই দুঃস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য সহ সংক্রমণরোধের সামগ্রী প্রদান করলে ওই অংশের মানুষ উপকৃত হবেন বলে বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের গোলাগুলি বর্ষণ, অস্ত্র-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

জম্মু, ২১ এপ্রিল (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের হামলা চালাল পাক সেনা। মঙ্গলবার বেলা ১১.২০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বেলা ১১.২০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সীমান্ত বরাবর একাধিক গ্রাম লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে তারা। ভারতীয় জওয়ানরাও পাল্টা জবাব দেন। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রসঙ্গত, গত ১৫ দিন ধরে লাগাতার নিয়ন্ত্রনরেখায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাক সেনাবাহিনী।

গোলাঘাটি

● **প্রথম পাতার পর**

সেটি দিয়ে কোনওরকমে জলকষ্ট নিরসন হয়েছিল। কিন্তু, এখন সেই মোটরও নেই আর জলের তীব্র সংকটের মধ্যে রয়েছে তারা। মঙ্গলবার হেন্ড পাম্প কল বিকল হয়ে যাওয়ায় তাদের আর বিকল্প জলের উৎস নেই। অবিলম্বে এই এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য দাবী জানিয়েছেন এলাকার লোকজন।

শ্রমিককূল

● **প্রথম পাতার পর**

ভবিষ্যতে নতুন কী সংকট বয়ে আনবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

আহত কে

● **প্রথম পাতার পর**

এর আগে সম্ভবত কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। এতে শূকরটি জখম হয়েছে। এজন্যই সম্ভবত সে মানুষ দেখে মারমুখি হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্র

● **প্রথম পাতার পর**

মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৪৭ জনের, গুজরাটে ৭১ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৪ জন, মহারাষ্ট্রে ২৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৬ জন, রাজস্থানে ২৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৭ জন, তেলেঙ্গানায় ২৩ জন, উত্তর প্রদেশে ১৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, মহারাষ্ট্রে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৬৬, তামিলনাড়ুতে ১৫২০, দিল্লিতে ২০৮১, কেরলে ৪০৮, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪০৮ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৭২২ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৬ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ১১৩ জন, চন্ডীগড়ে ২৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ১৯৩৯ জন, হরিয়ানায় ২৫৪ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৬৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪৬ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৪৮৫ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১১ জন, মিজোরামে একজন, ওডিশায় ৭৪ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২৪৫ জন, রাজস্থানে ১৫৭৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৭৩ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬ জন, উত্তর প্রদেশে ১১৮৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৯২ জন।

ক্রীড়াঙ্গন

আইপিএল মিস করছেন কলকাতা নাইটরাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান

মুম্বই, ২১ এপ্রিল (হি. স.): আইপিএল মিস করছেন কলকাতা নাইটরাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান । করোনার কারনে লক ডা উনে বন্ধ প্রায় সব ধরনের খেলাধুলা। এই অবস্থায় টুইটারে অনেক আইপিএল প্রেমীই কিং খানকে টুইট করে জানতে চাইছেন আইপিএল বন্ধে তিনি কেমন রয়েছেন? এমন একটি প্রশ্নের জবাবে নাইটরাইডার্সের মালিক জানান তিনি আইপিএল মিস করছেন।

করোনা সংক্রমণ রুখতে সারা বিশ্বে বন্ধ হয়ে গিয়েছে খেলাধুলো। আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বিশ্বের সবচেয় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএল। বিসিসিআই-এর মিলিয়ন ডলার বেবি এই টুর্নামেন্ট ২৯ মার্চ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে অনিশ্চয়তার মুখে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ। এমন অবস্থাতেই আইপিএল নিয়ে মুখ খুললেন কিং শাহরুখ খান। আইপিএল মিস করছেন কলকাতা নাইটরাইডার্সের মালিক। মেশ শ্রীবাস্ত নামে আইপিএল প্রেমী টুইটারে লিখেছেন, 'এই ভাইরাস না-থাকলে এখন আইপিএলে সিএস-কে শেষ চারের যোগ্যতা নির্ণয় করে ফেলত। দিল্লি ক্যাপিটালস হয়তো আউট হয়ে যেত। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কোয়ালিফাই করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকত। রাজস্থান রয়্যালস সবাইকে চমকে দিয়ে দারুণ পজিশনে থাকত। কেকেআরও ভালো পজিশনে থাকত। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সেমিফাইনালে উঠতে সব ক'টি ম্যাচ জেতার কথা ভাবত। আর আইসিবি হয়তো সবকটা ম্যাচ হারতে থাকত।'

এরপর রমেশ শ্রীবাস্তের রিটুইট করে কিং খান লেখেন, 'অনিশ্চিত আইপিএলের খামখেয়ালিপনা ভীষণ মিস করছি।' নাইট মালিককে অবশ্য সূক্ষ খোঁচাও হজম করতে হয়েছে টুইটার ব্যবহারকারীদের পক্ষ থেকে। তারপরেই শাহরুখ সেই ব্যবহারকারীকে জানিয়ে দেন, তিনি আইপিএল কতটা মিস করেছেন।

ভারতের সফর নিয়ে চিন্তায় অস্ট্রেলিয়া

করোনাভাইরাসের জন্য অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের গ্রীষ্ম মৌসুমের খুব একটা ক্ষতি হয়নি। তবে সামনের দিনে বিপুল আর্থিক ক্ষতির শঙ্কার মধ্যে রয়েছে দেশটি। ক্ষতি এড়াতে আগামী গ্রীষ্মের ভারত সফর নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব পথ খুঁজছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার কথা ভারতের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে-পরে চারটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার সূচি আছে তাদের। এই সফরেই প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে গোলাপি বলে টেস্ট খেলার কথা কোহলিদের। একটি বাড়তি টেস্ট যোগ করার ভাবনা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস জানান, এক শহরে, দর্শকশূন্য এক স্টেডিয়ামে খেলার কথাও তাদের ভাবনায় রয়েছে। অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কীভাবে এই টুর্নামেন্ট খেলা যায় এ নিয়ে নানা ভাবনা আছে স্বাগতিকদের। মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে আর্থিক দিক নিয়েও ভাবতে হচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। এরই মধ্যে অধিকাংশ স্টাফের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। খেলোয়াড়দেরও বেতন কাটার সতর্কবার্তা দিয়েছে। করোনাভাইরাসের জন্য দুই কোটি ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে। কেভিন জানান, ভারত সফর না করলে এই সংখ্যা আকাশ ছুঁবে।

"এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে মৌসুমে খেলা হওয়ার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব কিছু করব। ভেন্যুতে দর্শক থাকবে কি থাকবে নাআমরা কার্যকর সব বিকল্পই দেখব। সৌভাগ্যবশত ভারতের সফরের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছি না।"

২০১৬ সালে নগদ ও বিনিয়োগ মিলিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে ছিল ২৭ কোটি ডলার। এই বছর মার্চে সেই সংখ্যা নেমে এসেছে ৯ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আরও ২ কোটি ডলার ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে। তবে এরপরও কেভিন মনে করেন, করোনাভাইরাসের কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সঠিক পথেই ছিলেন তারা।

ভারতের বিপক্ষে যদি কেবল একটি ভেন্যু বেছে নিতে হয়, জশ হেইজেলউড চান খেলা হোক অ্যাডিলেইড ওভালে।

"বোলার ও ব্যাটসম্যানরা সম্ভবত খুশি হবে এতে। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এটা সম্ভবত সেরা ক্রিকেট উইকেট। এখানে বোলার ও ব্যাটসম্যান উভয়ের জন্যই কিছু থাকে। এটা যদিও আদর্শ নয়। তাই আমরা অস্ট্রেলিয়ার সব অংশে যেতে চাই এবং সেই সব ভিন্ন ভিন্ন উইকেটে নিজেদের চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই।"

ক্লাবগুলোকে অনুশীলনের অনুমতি লা-লিগার

লিগ মৌসুম কবে আবার শুরু হবে, তার নিশ্চয়তা না দিতে পারলেও ক্লাবগুলোকে সুসংবাদ শুনিয়েছে লা-লিগা। করোনাভাইরাসের এই সময়েও অনুশীলন করতে পারবে তারা। তবে শর্ত, মানতে হবে স্প্যানিশ সরকারের দেওয়া নিয়ম।

স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সিএসডি), দা রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) ও লা-লিগার অংশগ্রহণে হওয়া রোববারের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়।

এক বিবৃতিতে সিএসডি জানায়, করোনাভাইরাসের পরিস্থিতির উন্নতি বিবেচনা করেই অনুশীলনে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কঠোর নিয়মের মধ্যে অনুশীলন সেশন চলবে।

২০১৯-২০ মৌসুম জুনে আবারও শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে অনুশীলন সেশন কিংবা ম্যাচ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।

২০২৫ সাল পর্যন্ত বায়ার্ন মিউনিখেই খেলবেন আলফোনসো ডেভিস

মিউনিখ, ২১ এপ্রিল (হি. স.): আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়েই খেলবেন আলফোনসো ডেভিস। নতুন চুক্তি অনুযায়ী বায়ার্ন মিউনিখে ডেভিসের আয়ু আরও দুই বছর বাড়ছে।

বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ প্রায় সব ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তবে এর মধ্যেও ঘর গোছাতে ব্যস্ত ক্লাবগুলি। সাম্প্রতিক চুক্তি অনুযায়ী আলফোনসো ডেভিস আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়েই খেলবেন। ২০২৫ সালের জুন পযর্ন অ্যালিয়েঞ্জ অ্যারেনায় থাকবেন ১৯ বছর বয়সী কানাডিয়ান ডিফেন্ডার।

একা ট্রেনিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর লোকোমোটিভ মস্কো দলের ফুটবলার ইনোকেন্তির

মস্কো, ২১ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনে মর্মান্তিক মৃত্যুর লোকোমোটিভ মস্কো দলের ডিফেন্ডার ইনোকেন্তি সামোখভালভের। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে বাড়িতে একা ট্রেনিং করতে গিয়ে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হয়েছে সামোখভালভের। তরুণ এই ফুটবলারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে মর্মাহিত ফুটবলমহল। করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে সারা বিশ্বে। রাশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনা নামক অতিমারীর সংক্রমণ রুখতে রাশিয়াতেও জারি হয়েছে লকডাউন। অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফুটবল ম্যাচ ও ট্রেনিং সেশন। কিন্তু নিজেকে ফিট রাখার জন্য ট্রেনিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয় এই তরুণ ফুটবলারের। ক্লাবের তরফে ফেসবুক পোস্টে তরুণ এই ফুটবলারের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। পোস্টে লেখা হয়, '২০ এপ্রিল, কাজাঙ্কার ডিফেন্ডার ইনোকেন্তি সামোখভালভ মারা গিয়েছেন। ফুটবলটারটি একাই প্রশিক্ষণ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। কেশা তৃতীয় শ্রেণিতে আমাদের অ্যাকাডেমিতে এসেছিলেন, রাশিয়ার যুব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। এই মরশুমে তিনি কাজাঙ্কার হয়ে খেলেছেন। সামোখভালভ তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছেলে রেখে গিয়েছেন।'

২০১৫ সালে লোকোমোটিভে যোগ দেন সামোখভালভ। তবে ক্লাবটির মূল জার্সিতে রাশিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কোনো ম্যাচ খেলেননি তিনি। লোকোমোটিভের সংরক্ষিত দল কাজাঙ্কার হয়ে ২২ বছর বয়সী এ ডিফেন্ডার রাশিয়ার তৃতীয় স্তরের ফুটবল আসরে খেলতেন। লোকোমোটিভ মস্কোর হয়ে সামোখভালভ রাশিয়ান ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন।

ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব দিলে আকরামকে খুন করতেন শোয়েব

পাকিস্তান ক্রিকেটের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফিক্সিংয়ের কালো ছায়া। শোয়েব আখতারকে অবশ্য কখনও তা স্পর্শ করেনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার খেলোয়াড়ি জীবন শেষেও। ফিক্সিং এতোটাই অসহ্য যে, প্রস্তাব দিলে ওয়াসিম আকরামকে নাকি খুন করতেন শোয়েব!

গতিময় সাবেক এই পেসারের ক্যারিয়ারে দারুণ প্রভাব রয়েছে আকরামের। শোয়েবের টেস্ট অভিষেকের সময় তিনিই ছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। ওয়াকার ইউনুসকে নিয়ে তারা গড়ে তুলেছিলেন ভয়ঙ্কর এক পেস বোলিং আক্রমণ।

ক্যারিয়ারের কোনো পর্যায়ে আকরামের কাছ থেকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব এলে সেটা মোটেও সহ্য হতো না বলে জানিয়েছেন শোয়েব। অবশ্য তাকে কখনও অমন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি বলেও ক্রিকেট পাকিস্তানের এক অনুষ্ঠানে জানান সাবেক এই পেসার।

"আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যদি ওয়াসিম আকরাম আমাকে ফিক্সিংয়ের জন্য বলতেন, তাহলে আমি তাকে ধ্বংস করে দিতাম অথবা তাকে খুন করতাম। কিন্তু তিনি কখনও আমাকে এমন কিছু বলেননি।"

"আমি সাত কিংবা আট বছর তার সঙ্গে খেলেছি এবং আমি এমন অনেক উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে তিনি টপ-অর্ডারদের উইকেট নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আড়াল দিয়েছেন। টেইল-এন্ডারদের ছেড়ে দিয়েছেন আমার জন্য। আমার থেকে তার উইকেট বেশি থাকার পরও তিনি আমাকে আমার পছন্দের জায়গায় বল করতে দিতেন।"

পাকিস্তানের সফলতম বোলার আকরাম। টেস্ট ও ওয়ানডেতে দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট তার। ১০৪ টেস্টে ২৩.৬২ গড়ে নেন ৪১৪ উইকেট। ৩৫৬ ওয়ানডে নিয়েছেন ৫০৪টি, গড় ২৩.৫২। লোয়ার অর্ডারে ছিলেন কার্যকর ব্যাটসম্যান।

করোনাভাইরাসের এই অবসর সময়ে আকরামের বিগত ম্যাচগুলোর পারফরম্যান্স দেখে এখনও অবাক হন শোয়েব।

"নব্বই দশকের কিছু ম্যাচ দেখছিলাম এবং আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম এটা দেখে যে কীভাবে ওয়াসিম আকরাম তার দুর্দান্ত বোলিং দিয়ে পাকিস্তানকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে টেনে তুলতেন।"

করোনাভাইরাস: স্টেডিয়ামের নাম স্বত্ব দান বার্সেলোনার

ঋণে জর্জরিত লা লিগার চ্যাম্পিয়নরা। করোনাভাইসের জন্য তীব্র হয়েছে সঙ্কট। মোকাবেলার জন্য খেলোয়াড়-কোচদের বেতন কাটার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবটি। তবুও নিজেদের স্টেডিয়ামের নাম স্বত্ব বিক্রির কথা ভাবেনি কখনও। এবার সেই সিদ্ধান্তই নিল বার্সেলোনা। তবে নিজেদের জন্য নয়, মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তার জন্য।

বার্সেলোনার স্টেডিয়ামটি 'কাম্প নউ' নামে পারিচিত। ১৯৫৭ সালে চালু হওয়ার পর কখনও এর নাম পরিবর্তন হয়নি। কাতালুনিয়ার দলটি নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্টেডিয়ামের নাম স্বত্ব বিক্রি করতে যাচ্ছে। অর্জিত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হবে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

কাম্প নউ এই মুহূর্তে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম। ৯৯ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামটির নাম স্বত্ব ২০২০-২১ মৌসুমের জন্য বিক্রি করবে বার্সেলোনা। অর্জিত অর্থ ক্লাবের চ্যারিটিবল ফাউন্ডেশনে দান করবে। কোথায় সেই অর্থ দেওয়া হবে, সেটা দেখবে এই ফাউন্ডেশন।

বিশ্বে এ পর্যন্ত চারটি দেশে নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০ হাজারের বেশি করে মানুষ মারা গেছে। স্পেন তার অন্যতম।

সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেলেন কপিল দেব

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনে চুল নিয়ে সমস্যা ! সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেলেন ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। সঙ্গে রাখলেন দাড়ি। লকডাউনে একাধিক পরিষেবার সঙ্গে বন্ধ সেলুনও ফলে বন্ধ থাকায় বাড়িতে ট্রিমার চালিয়ে দাড়ি কাটা গেলেও। পুরুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে চুল কাটার বিষয়টি। এই অবস্থায় নতুন রূপে দেখা গেল ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবকে। লকডাউন চলাকালীনই সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয়ে গেলেন কপিল। সঙ্গে রাখলেন দাড়ি।

অস্ট্রেলিয়ার তারকা ডেভিড ওয়ার্নার কয়েকদিন আগেই ট্যুইট করে আবেদন করেছিলেন, করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে মাথা কামিয়ে ফেলা হোক। সেই আবেদনেই কি সাড়া দিলেন হরিয়ানা হারিকেন ?

এর আগে বিরাট কোহলি লকডাউনে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে দিয়ে চুল কাটিয়েছিলেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেন ভারত অধিনায়ক। সচিন তেন্ডুলকরও বাড়িতে নিজেই চুল কেটেছেন। সেই ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। সেই তালিকায় যোগ দিলেন কিংবদন্তি কপিলও।

মঙ্গলবার লকডাউনের দিনে এডিনগর এলাকায় চলছে পুলিশী তল্লাশি। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সামগ্রী ও মাস্ক বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। টাউন শিবনগর লোটাস ক্লাবের উদ্যোগে মঙ্গলবার গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সদর জেলা সভাপতি ডঃ অলক ভট্টাচার্য। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গোটা দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন চলছে। লকডাউনে ত্রিপুরা রাজ্যের জীবনযাত্রাও স্তব্ধ। মানুষজন গৃহবন্দী। দিনমজুর অংশের মানুষ রুটি রোজির পথ হারিয়ে আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। সরকার দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের জন্য বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ সহ নানা কল্যাণমুখী প্রকল্প ঘোষণা করলেও জীবন ধারনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের মানুষ যাতে অনাহারে না থাকেন সেজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। মঙ্গলবার রাজধানীর টাউন শিবনগর লোটাস ক্লাবের পক্ষ থেকেও এলাকার গরিব অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ বণ্টন করা হয়। ত্রাণ বণ্টন অনুষ্ঠানে বিজেপির সদর জেলা সভাপতি ডঃ অলক ভট্টাচার্য বলেন, ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বা অহংভাব ত্যাগ করতে হবে। যেসব খাদ্য সামগ্রী আমরা গরিব মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি তা প্রকৃতির সৃষ্টি। আমরা তা সৃষ্টি করতে পারি না। মানুষ শুধু তার রূপান্তর ঘটাতে পারে মাত্র। আমরা যদি এসব বিষয় নিয়ে গর্ববোধ করি তাহলে দানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। এই মানসিকতা নিয়ে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। লোটাস ক্লাব গরিব মানুষের মধ্যে ত্রাণ বণ্টনে এগিয়ে আসায় বিজেপির সদর জেলা সভাপতি ক্লাব কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। লোটাস ক্লাব বরাবরই বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। প্রয়োজন হলে আবারও গরিব অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর থাকবে লোটাস ক্লাব। জানিয়েছেন লোটাস ক্লাবের কর্মকর্তারা।

বড়দোয়ালি যুবক সংঘের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী সহ অত্যাবশ্যকীয় জরুরি সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িতদের সংবর্ধনা এবং মাস্ক, সেনিটাইজার, স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিশুখাদ্য ও ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়। যুবক সংঘের সম্পাদক ডাঃ সুশান্ত রায় জানান, লকডাউন চলাকালে স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিটি কর্মী নিজেরে জীবন বাজি রেখে যেভাবে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে তাদের প্রতি সম্মান জানাতেই যুবক সংঘের এই উদ্যোগ। পাসাপাশি দীর্ঘদিন ধরে যারা নানা রোগে ভুগছেন তাদের মধ্যে যুবক সংঘের পক্ষ থেকে ওষুধপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

বটতলা উদ্বাস্তু বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দিনমজুর ও গরিব পরিবারের লোকজনদের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, আশিস কুমার সাহা এবং ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ। ৪০০ পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু, মশলা, তেল সহ অন্যান্য খাদ্য পণ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করার গরিব দিনমজুর অংশের মানুষ মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন। তাদের পাশে দাঁড়াতে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বটতলা উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী সমিতি নিজেদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী নতুলে দেবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেজন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিখিল ত্রিপুরা মহানামব্রত সেবক সংঘের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার পশ্চিম প্রতাপগড় বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির সংলগ্ন বস্তি এবং পশ্চিম প্রতাপগড়ের গরিব অংশের মানুষের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২২০টি পরিবারের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিলেন এলাকার বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রী সাহা মহানামব্রত আশ্রম কর্তৃপক্ষের এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোগে অন্যান্য ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বিধায়ক শ্রী সাহা প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকের সুখ সমৃদ্ধি ও সুস্থ জীবন কামনা করেছেন।

কৈলাসহর সংযোজন ঃ কৈলাসহরের মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কৈলাসহরের ছনতৈল গ্রামে অবস্থিত ইউবিআই ইটভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকদের চাল সরবরাহ করা হয় মঙ্গলবার। কৈলাসহর মহকুমা শাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা নিজের হাতে সমস্ত শ্রমিকদের হাতে চাল তুলে দেন, বর্তমানে প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থাকায় মহকুমা শাসক ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তিনি জানান পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইটভাটায় শ্রমিকদের হাতে ১০ কেজি করে চাল তুলে দেওয়া হবে পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহিরাজ্যের শ্রমিকদের ১০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে আগামী দুদিনের মধ্যে। মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা আরো বলেন যে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার ওপাড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ইটভাটার ম্যানেজার জানান এখানে উত্তর প্রদেশ বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের শ্রমিকরা রয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন বহির্রাজ্যের এই শ্রমিক পরিবারগুলি। শান্তিরবাজার সংযোজন ঃ বর্তমানে সমগ্রবিশ্বজুরে চলছে করুনা ভাইরাসের মহামারি। এইমহামারিথেকে সকলকে রক্ষারজন্য সমগ্র দেশজুরে লকডাউন পক্রিয়া চালুকরাহয়েছে। এই লকডাউন পক্রিয়ারফলে অধিকাংশ লোকজন কাজ করতে পারছেনা। এইসকল লোকজনদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা ও সমাজসেবিরা। এরইমধ্যে বাইখোড়া বাজারে শ্রমিকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলো জোলাইবাড়ী মন্ডল কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যরা। আজকে জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডলের উদ্দ্যোগে বাইখোড়া বাজারে শ্রমিকদেরমধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও মাক্স বিতরনকরাহয়। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সেক্রেটারি বিকাশ বৈদ্য, জেলা কমিটির সদস্য মনিন্দ্র বিশ্বাস, জোলাইবাড়ী মন্ডল সেক্রটারি রতন বৈদ্য, মন্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট উমাফ্রু মগ, পূর্ব চড়কবাই পঞ্চায়েতের প্রধান গনরাজ পাল ও অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। আজকের খাদ্য সামগ্রি বিতরনি অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সেক্রোটারি বিকাশ বৈদ্য। তিনি জানান এইধরনের উদ্দ্যোগ আগামী দিনেও জারি থাকবে। খাদ্য সামগ্রী বিতরন শেষে বাইখোড়া বাজারে সব্জী বিক্রেতাদের মধ্যে মাক্স বিতরন করাহয়।

করোনা-প্রকোপে বেসামাল ট্রাম্প, মার্কিন মুলুকে বন্ধ হতে চলেছে অভিবাসন

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯, মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপে খানিকটা বেপরোয়া ও বেমাসাল হয়ে পড়লেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন নাগরিকদের স্বার্থে এবার অভিবাসন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও, সাময়িকের জন্য। সোমবার রাতে টুইট করে ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ”অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের প্রেক্ষিতে, আমেরিকার নাগরিকদের চাকরির সুরক্ষার স্বার্থে, আমি শীঘ্রই আমেরিকায় সাময়িকের জন্য অভিবাসন বন্ধ করার জন্য নির্বাহী আদেশে সাক্ষর করব।”

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের প্রকোপে বেসমাল অবস্থা আমেরিকার। ইতিমধ্যেই মার্কিন মুলুকে মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে। সোমবার সারাদিনেই মার্কিন মুলুকে ১, ৪৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় অভিবাসন বন্ধ করার মতো সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন ট্রাম্প।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সম্প্রীতি” ভারতের পক্ষে ”রাজনৈতিক ফ্যাশন” নয়, নিখুঁত আবেগ : নকভি

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : ভারত মুসলমানদের জন্য স্বর্গ এবং এই দেশে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষিত! মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি এমনই মন্তব্য করেছেন। ভারত ‘ইসলামোফোবিয়া”য় আক্রান্ত ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার এই মন্তব্য করার পরেই পালটা জবাবে একথা বলেন নকভি।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখতার আব্বাস নকভি বলেন, “ভারতের মুসলমানরা সমৃদ্ধ। যারা এই পরিবেশ নষ্ট করতে চান তারা ওঁদের বন্ধু হতে পারেন না।” প্রসঙ্গত, ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা রবিবার এক বিবৃতিতে ভারতকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় ‘জরুরি পদক্ষেপ” গ্রহণ এবং দেশে ‘ইসলামোফোবিয়ার” ঘটনা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল। একটি টুইটে ওআইসির স্বতন্ত্র স্থায়ী মানবাধিকার কমিশনও বলে যে ভারতীয় গণমাধ্যম মুসলমানদেরকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরছে এবং তাদেরকে বৈষম্যের শিকার করে তুলছে। ওআইসির সমালোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলে, নকভি বলেন, “আমরা দৃঢ়ভাবেই আমাদের কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী যখনই বক্তৃতা দেন, তিনি ১৩০ কোটি ভারতীয়র অধিকার ও কল্যাণের কথা ভেবে বলেন। কেউ যদি এটা না বোঝে, তবে এটা তাদের সমস্যা।”

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পুরো দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্ম ও বর্ণের সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পবিত্র রমজান মাসে লোকেদের ঘরে বসে ইবাদত করতে সম্মতি দিয়েছেন।

নকভি বলেন, দেশের সমস্ত মুসলিম ধর্মীয় গুরু, ইমাম, ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজ যৌথভাবে ২৪ এপ্রিল থেকে পবিত্র রমজান মাসে ঘরে বসে তাদের নামাজ, ইফতার ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাচার পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এদিন বলেন, করোনার সংক্রমণ রুখতে পবিত্র রমজান মাসে ধর্মীয় ও সামাজিক জায়গাগুলিতে পর্যাপ্ত দূরত্ব পালন করুন এবং জনগণ নিজ নিজ বাড়িতে থাকুন।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে নকভির সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সমস্ত রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড সম্মত হয়েছিল পবিত্র রমজান মাসে করোনা মোকাবিলায় লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব এবং অন্যান্য নির্দেশিকাগুলির কঠোরভাবে পালন করবে। এছাড়া নকভি নিয়মিত দেশের বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

দেশের বিভিন্ন ওয়াকফ বোর্ডের অন্তর্গত ৭ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত মসজিদ, দরগা, ইমামবাড়া এবং অন্যান্য ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেন্দ্রীয় ওয়াক কাউন্সিল হ”ল রাজ্যগুলির ওয়াকফ বোর্ডগুলির নিয়ন্ত্রক সংস্থা (নিয়ন্ত্রক সংস্থা)। নকভী বলেন, করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, সুরক্ষা বাহিনী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সাফাই কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। তারা তাদের জীবন সংকটে রেখে আমাদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার জন্য কাজ করছে। কোয়ারান্টাইন, আইসোলেশন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলিও বন্ধ করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এবং এই ধরনের কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা উচিত, যাতে তাদের পরিবার এবং সমাজ যে কোনও ধরনের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন বলেন, করোনা মোকাবিলায় দেশের সমস্ত মন্দির, গুরুদ্বার, গীর্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয়-সামাজিক স্থানগুলিতে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ : দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ২৩৭, সংক্রমিত ১০,৬৮

সিওল, ২১ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু ও সংক্রমণের গতি মন্থর হয়েছে। ২০ এপ্রিল সারাদিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন মাত্র একজন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ২৩৭-এ পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৬৮৩।

মঙ্গলবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০ এপ্রিল সারাদিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,৬৮৩ জন। প্রাণ হারিয়েছেন একজন, মৃতের সংখ্যা ২৩৭-এ পৌঁছেছে

ষষ্ঠ দিনেও মৃত্যুর খবর নেই, চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত মাত্র ১১ জন

বেজিং, ২১ এপ্রিল (হি.স.): জীবন-যুদ্ধের লড়াইয়ে সম্ভবত জয়লাভ করেছে চিন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ করোনাভাইরাসের ত্রাসে কাবু হয়ে গেলেও, অবশেষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে শি জিনপিংয়ের দেশ। এই নিয়ে ষষ্ঠ দিন, ফের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই চিনে। আক্রান্তের সংখ্যাও সোমবারের তুলনায় অনকেটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে করোনা-সংক্রমিত মাত্র ১১ জন। যা এখনও পর্যন্ত সবথেকে কম।

মঙ্গলবার সকালে চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (২০ এপ্রিল সারা দিনে) চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১১ জন। এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি। চিনে নতুন করে ১১ জন আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা ৮২,৭৫৮-তে পৌঁছেছে। চিনে করোনার বলি হয়েছেন ৪, ৬৩২ জন।

ঐক্য, সংহতি ও বিশ্বাস বজায় রাখার সময় এখন করোনার প্রেক্ষিতে উদ্বিগ্ন হু

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল (হি.স.): নভেল করোনাভাইরাস নিয়ে ফের উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ঐক্য, সংহতি ও বিশ্বাস বজায় রাখার সময় এখন।

হু-এর ডিরেক্টর-জেনারেল টেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়াসাস বলেছেন, ”জাতীয় ঐক্য এবং বিশ্বব্যাপী সংহতি ব্যতিত, আমাদের বিশ্বাস করুন, নাহলে আমাদের জন্য আরও খারাপ দিন অপেক্ষা করছে। এটি এমন একটি ভাইরাস, যা অনেকেই বুঝতে পারছেন না, বহু দেশ, প্রচুর উন্নত, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে, যেহেতু তাঁরা কিছু জানে না এবং সমস্যায় পড়ছে।”

গুজরাটে করোনায় মৃত্যু আরও ৬ জনের, মৃত বেড়ে ৭৭

আহমেদাবাদ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের করোনা-পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ হয়ে উঠছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুজরাটে প্রাণ হারালেন আরও ৬ জন, সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাটে। নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর গুজরাটে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইয়াকুবনগরে কাঁটাতারের ওপাড়ে ভারতীয়রা পাচ্ছেন না খাদ্য সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ এপ্রিল।। গোটা দেশজুড়ে লকডাউন লাগু হওয়াতে চরম খাদ্য সঙ্কটে ভুগছেন ইন্দো-বাংলা সীমান্তের ফেন্সিং কাঁটাতারের বাইরে থাকা ভারতীয় নাগরিক।জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ।উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকাধীন ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ইয়াকুব নগর বিওপির আওতাধীন ইন্দো-বাংলা সীমান্তের ফেন্সিং কাঁটাতারের বাইরে থাকা ৫৫ টি পরিবার লকডাউন থেকে আজ পর্যন্ত তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছেন বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। ইয়াকুব নগর এলাকার স্থানীয়দের বক্তব্য, আজ থেকে প্রায় ১৬ বছরপূর্বে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে যখন ফেন্সিং কাঁটাতারের বেড়া হয়েছিল সেই সময় ৫৫ টি পরিবার ফেন্সিং কাঁটাতারে বাইরে চলে যায়। ওই পরিবারগুলি দীর্ঘ কয়েক যুগ থেকে ওই জায়গায় বসত করে আসছিলো এবং উনারা ভারতীয় নাগরিক।কাঁটাতারের বেড়ার কারণে ওই পরিবারগুলি কাঁটাতারের বাইরে চলে যায় তাই তাদের জন্য কয়েকটি গেইট রাখা হয়। সেই গেট দিয়ে ঐ ৫৫ টি পরিবারের মানুষজন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে স্কুল-কলেজ রেশনিং ব্যবস্থা সহ সকল কাজ-কর্ম করে আসছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে ফেন্সিং কাঁটাতারের বাইরে থাকা ভাগ্য পুর ও বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৫৫ টি পরিবারের রাজ্যে প্রবেশের গেইট সিল করে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা।দুই একবার রেশন মারফত তাদেরকে চাল সবজি দেওয়া হলেও আর তাদের কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি সরকারি প্রশাসনিক তরফ থেকে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।স্থানীয়রা আরো বলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গরিব-দুঃখীদের পাশে অনেক সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে তাদেরকে ত্রাণ দিয়ে সাহায্য করছেন কিন্তু ইয়াকুব নগর বিওপির আওতাধীন ইন্দো-বাংলা সীমান্তের কাঁটাতারের বাইরে থাকা ৫৫ টি ভারতীয় পরিবারের খোঁজ খবর কেউ রাখেন না। শুধুমাত্র এক-দুবার তাদের হাতে সামান্য ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়েছিল।বর্তমানে ওই ৫৫ টি পরিবারের জনগণ চরম খাদ্য সংকটে ভুগছেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যপরিসেবা বাজার হাট থেকে শুরু করে সকল ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়ছেন।তাই ইন্দো-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে থাকা ৫৫ টি পরিবারের ভারতীয় নাগরিকদের জোরালো দাবি, জেলা প্রশাসন বা রাজ্য সরকার তাদের দিকে যেন একটু দৃষ্টিপাত করেন।

অপরদিকে এ সকল বিষয় নিয়ে ইয়াকুব নগর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার উমেশ প্রসাদ বলেন,দেশজুড়ে লকডাউন লাগু হওয়ার পর থেকে সীমান্তে প্রবেশ গেইট গুলি উনারা সিল করে দিয়েছেন। আর কাঁটাতারে বাইরে থাকা ৫৫ টি ভারতীয় পরিবারকে সময়মত রেশন প্রদান করা হচ্ছে বলেও কোম্পানি কমান্ডার জানান।তবে কাঁটাতারে বাইরে থাকা সকল ভারতীয় নাগরিকদের রাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না ঠিকি কিন্তু সকল ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মনগর হাসপাতালের কর্মীদের হাতে মাস্ক তুলে দিলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি,২১ এপ্রিল ঃ সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মঙ্গলবার উত্তরত্রিপুরা জেলা সফর করেছেন। সফরকালে ধর্মনগরের এসডিপিও, ধর্মনগর থানার ওসি সহ অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালও পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের সুপার এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। আরক্ষা কর্মকর্তা এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গ্লাভস, মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজার, সাবান ও শুকনো খাবার তুলে দেন। উত্তর জেলার ধর্মনগর সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এলাকা সফর তার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে দেশজুড়ে লকডাউন চলছে। এর ফলে জনজীবন প্রায় বিচ্ছিন্ন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ও সমাজকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রথম সৈনিক হিসেবে চিকিৎসক, নার্স, টেকনেশিয়ান, আশাকর্মী, আরক্ষা কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী ও সাংবাদিকসহ অন্যান্যরা কাজ করছেন। তাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানাতে চান। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা যেভাবে কাজ করছেন তার প্রতি দেশবাসী ও রাজ্যবাসী কৃতজ্ঞ। মানবজাতির সামনে এখন বড় প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়ঙ্কর করোনা মোকাবেলায় সকলকে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন সংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক আরও বলেন, আগামী ৩রা মে পর্যন্ত লকডাউনের সমস্ত নিয়মকানুন প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। শুধু তাই নয়, ৩রা মে প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশ দেবেন তাও আমাদের মেনে চলতে প্রস্তুতি নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাংসদের উত্তরজেলা সফরকালে সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামী প্রমুখ।

একটি দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সালিশি সভায় ফের মারধর, উত্তেজনা মান্দাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। একটি দূর্ঘটনার জেরে ডাকা সালিশি সভায় এক যুবককে বেধরক মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় মান্দাইয়ের পাটনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পাটনি ফাঁড়ির বাসিন্দা সৌমেন দেববর্মার আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান ছিল গত রবিবার। নিমন্ত্রিত ছিল প্রতিবেশী বিভীষণ দেববর্মা, শিশির দেববর্মা নামে দুই যুবক। চম্পকনগরের তড়িৎ দেববর্মা ও চিত্ত দেববর্মা নামেও দুই যুবক নিমন্ত্রিত ছিল। সেদিন রাতে মোটর বাইক ও বলেরো গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধুকে চম্পকনগর থেকে আনতে গিয়েছিল বিভীষণ, শিশির ও সৌমেন। সেখানে আনন্দ ফুর্তি করে বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিল বিভীষণ আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলেরো গাড়িতে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত হয় বিভীষণ। পরে জিরানীয়া ফায়ার সার্ভিস তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। পরে আইএলএসে রেফার করা হয়। গোটা বিষয়টি চাপা রাখা হয় বিভীষণের পরিবারের কাছে। যখন জানাজানি হয় তখন বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আহত যুবকের পরিবারের লোকজন। এনিয়ে মঙ্গলবার বসে সালিশি সভা। এই সালিশি সভাতেই আহত বিভীষণের পরিবারের লোকজন চড়াও হয় শিশির দেববর্মার উপর। তাকে বেধরক মারধর করা হয়েছে। এনিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

লকডাউনের মধ্যে কদমতলায় করিমগঞ্জের দুই যুবক আটক ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। কদমতলা কুর্তি দিয়ে আসাম থেকে বহু লোক ত্রিপুরায় আসছে, আবার ত্রিপুরা থেকেও বহু লোক আসামে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে দুই ব্যক্তিকে আসাম থেকে আসার পর আটক করেছে কুর্তির জনগণ। এলাকার লোকজনের অভিযোগ পুলিশকে ম্যানেজ করে এই যাতায়াত চলছে। সেই সাথে নেশা সামগ্রীও পাচার হচ্ছে। সোমবার রাতে দুই যুবককে আটক করেছে। তারা হল মাসুক আহমেদ মজুমদার এবং আলি আহমেদ। তাদের বাড়ি করিমগঞ্জে। এরপর বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধের। গ্রামের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বলা হয়েছে এই বিষয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এদিকে, এলাকাবাসীর অভিযোগ পুলিশের মদতেই যাতায়াত হচ্ছে।

ধৃতরা জানিয়েছেন তারা নাকি স্থানীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনকে জানিয়েই তারা এখানে এসেছে। তাহলে প্রশ্ন হল কেন বিধায়ক বিষয়টি পুলিশকে জানায়নি। কখনো বলছে, তারা আগরতলা থেকে কুর্তি এসেছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে লকডাউনের মধ্যে আগরতলা থেকে কিভাবে তারা কুর্তিতে এসেছে। এই বিষয়টি নিয়ে কুর্তিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রীতিমতো উত্তেজনা বিরাজ করছে।

রমজান মাস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দের আবেদন

আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে বেশ কিছু আবেদন রাখা হয়েছে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মুফতী তৈয়্যীবুর রহমান মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, চলতি শাবান মাসের ১ম তারিখ ছিল ২৭ মার্চ। এই হিসাবে ২৪ এপ্রিল শুক্রবার হয় ২৯শে শাবান। ঐদিন যদি ভারতবর্ষের যেকোন জায়গায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে ২৫ এপ্রিল শনিবার রোজা রাখতে হবে। আর যদি ২৪শে এপ্রিল কোথাও চাঁদ না দেখা যায় তাহলে ২৬ এপ্রিল রবিবার অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। চাঁদ দেখার প্রয়োজন থাকবে না।

লকডাউনের কারণে সরকার কর্তৃক ধর্মীয় স্থানেও জন সমাগম নিষিদ্ধ, তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ৪/৫ জনে মসজিদে তারাবি পড়া, অন্যরা বাড়িঘরে তারাবি পড়া। বাড়িতেও জমাত করলে ৪/৫ জনের উপরে যেন না হয়।

কোন মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা না করা। ইফতারের ব্যবস্থা হলে জনসমাগম হয়ে যাবে।

রমজান মাসে বেশি বেশি করে নামাজ, কোরআন শরীফ পড়া, তওবা ইসতেগফার করা, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সারা পৃথিবী নিরাময়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ও সাধ্যানুযায়ী দান খয়রাতের ব্যবস্থা করা। তাতে গরীব মিসকিনের সাথে ক্বৌমী মাদ্রাসাগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখা। ইফতার ও ছাহারির সময় সূচী বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে প্রচার করা হয়েছে। বিশেষ করে দারুল উলুম সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া থেকে ত্রিপুরার অধিকাংশ জায়গায় চাট পৌঁছানো হয়েছে। এই চাট দেখে ইফতার ও ছাহারি করা বাঞ্ছনীয় বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইজিএম হাসপাতালে রক্ত দিলেন কয়েকজন ফেইসবুক ফ্রেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় মানুষ গৃহবন্দী। এর ফলে রাজ্যে রক্তদান শিবিরও হচ্ছে না। তাতে সমস্যায় পড়ছেন যেসব মুমূর্ষু রোগীর রক্তের প্রয়োজন। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি শূন্য হয়ে পড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিরল নজির স্থাপন করছেন কিছু জনদরদি মানব প্রেমী মানুষজন। কয়েকজন ফেসবুক ফ্রেন্ডস মিলে ‘মানুষের পাশে আমরা’ শ্লোগান তুলে মঙ্গলবার আইজিএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে বেশ কয়েকজন রক্তদান করেন। এ ধরনের উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও। ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের চাহিদা মেটাতে রক্তদানে এগিয়ে আসতে মানব প্রেমী সকলের প্রতি আহ্বানও জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।